বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রথম অধ্যায়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া অংশ এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন বিভাগকে একীভূত করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

Rules of Business 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি অর্পিত হয়েছে:

১.	যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাদি ;
২.	স্বেচ্ছামূলক উন্নয়ন কাজে যুবদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা ;
৩.	যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা ;
৪.	নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থমঞ্জুরি ;
৫.	যুব পুরস্কার প্রদান ;
৬.	যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ;
৭.	যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ ;
৮.	বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ;
৯.	বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা ও ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ;
১০.	জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান ;
১১.	ক্রীড়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ হতে অনুদানের ব্যবস্থাকরণ ;
১২.	বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান ;
১৩.	ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
১৪.	ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য মেধা পুরস্কার প্রদান ;
১৫.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
১৬.	ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনার উন্নয়ন ;
১৭.	ক্রীড়া বিষয়ক জাতীয় সংস্থাসমূহের উন্নয়ন;
১৮.	অন্যান্য দেশের সাথে ক্রীড়াদল বিনিময় ;
১৯.	ক্রীড়াবিদদের কল্যাণ অনুদান প্রদান ;
২০.	মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ;
২১.	বিভিন্ন দেশ এবং বিশ্ব সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা;
২২.	মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত সকল আইন ;
২৩.	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান ;
২৪.	উপযুক্ত আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে অর্থ আদায়, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত নন ট্যাক্স রেভিনিউ বা কর ব্যতীত রাজস্ব আদায় করা।

ভিশন

জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ যুবশক্তি এবং আন্তর্জাতিকমানের ক্রীড়া।

প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ উৎপাদনশীল যুবসমাজ গঠন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ার উৎকর্ষ সাধন

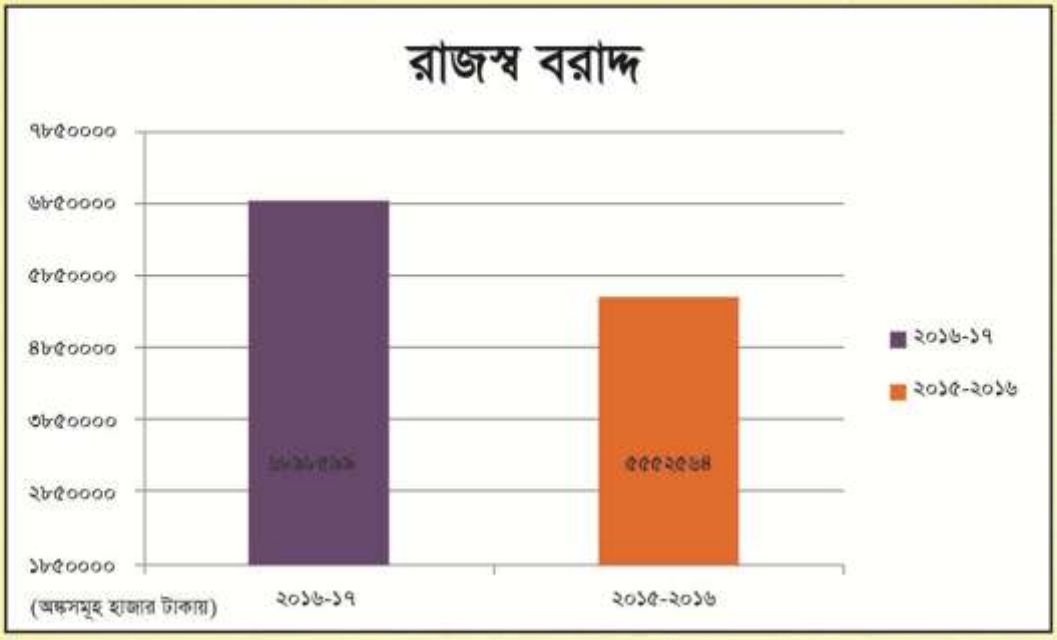
রাজস্ব বরাদ্দ
৭৮৫০০০০
৬৮৫০০০০
৫৮৫০০০০
৪৮৫০০০০
৩৮৫০০০০
২৮৫০০০০
১৮৫০০০০
৫৫৫২৫৬৪
২০১৬-১৭
২০১৫-২০১৬
(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)
২০১৬-১৭
২০১৫-২০১৬

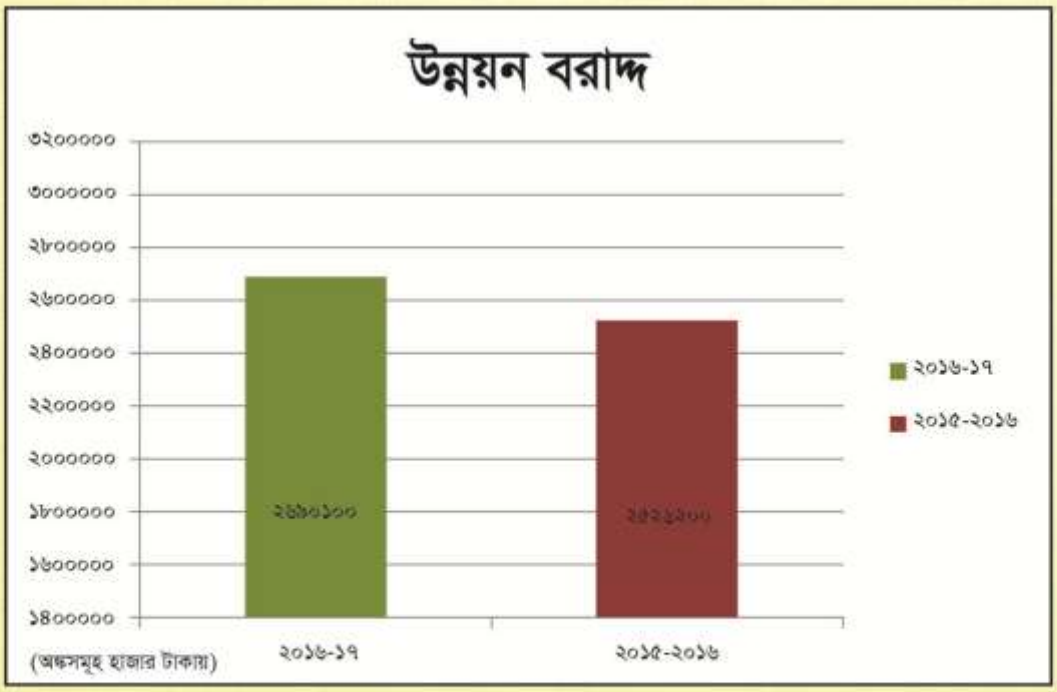
উন্নয়ন বরাদ্দ
৩২০০০০০
৩০০০০০০
২৮০০০০০
২৬০০০০০
২৪০০০০০
২২০০০০০
২০০০০০০
১৮০০০০০
১৬০০০০০
১৪০০০০০
২৬৯০১০০
২০১৬-১৭
২০১৫-২০১৬
(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

উন্নয়ন বরাদ্দ (২০১৫-২০১৬)

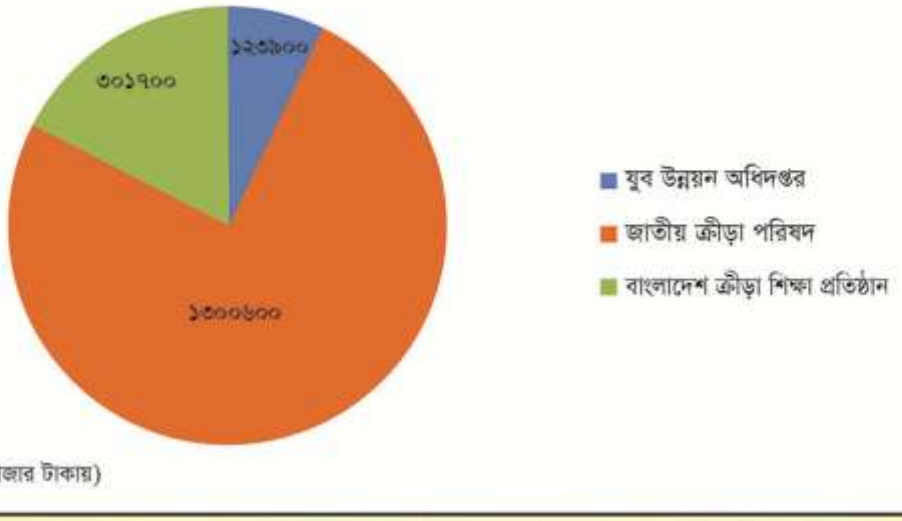

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

উন্নয়ন বরাদ্দ (২০১৬-২০১৭)

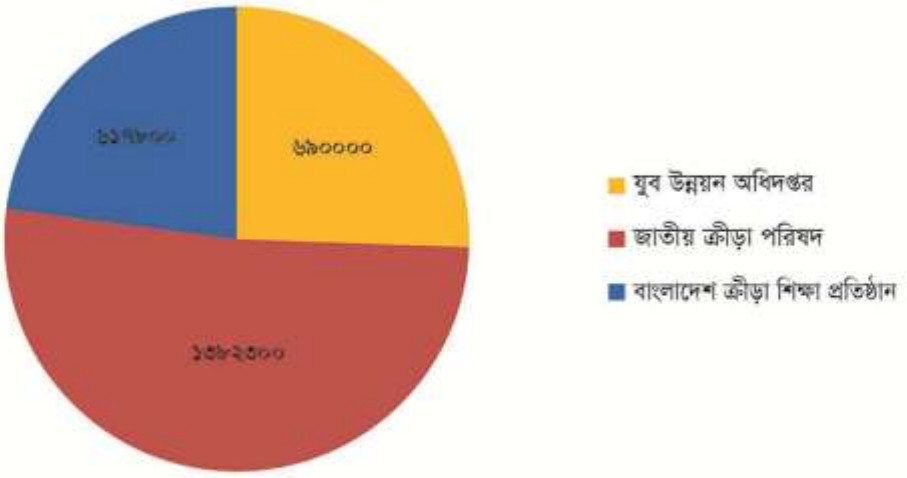

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয়ে একজন মাননীয় উপমন্ত্রী রয়েছেন। সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন/বিধি/নির্দেশ অনুযায়ী কাজ নিষ্পন্ন/নিশ্চিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাছাড়া, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসাবে সচিবের উপর মন্ত্রণালয়/সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে।

এই মন্ত্রণালয়ে ০৩টি অনুবিভাগ রয়েছে, যথা: (১) প্রশাসন (২) যুব ও উন্নয়ন (৩) ক্রীড়া ও উন্নয়ন। বর্তমানে ০৫ জন যুগ্মসচিব অনুবিভাগের অধীন শাখা/অধিশাখাসমূহের কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করছেন। উক্ত ৩ টি অনুবিভাগের অধীনে রয়েছে ১১টি শাখা। প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব/উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব বা সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) রয়েছেন। অনুমোদিত জনবল অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের ২২জন, ১০ম গ্রেডের ১৯ জন এবং ১১ থেকে ১৬ তম গ্রেডের ২০ জন ও ১৭ থেকে ২০ তম গ্রেডে ২০ জন কর্মচারী রয়েছে। সম্প্রতি অতিরিক্ত সচিবের ০১ টি পদ সৃজিত হয়েছে এবং সহায়ক পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিবরণ

ক্রমিক নং	পদবি	মঞ্জুরকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরতদের সংখ্যা
১	সচিব	১	১
২	অতিরিক্ত সচিব	১	১
৩	যুগ্মসচিব	২	৫
৪	উপসচিব	৩	৪
৫	উপপ্রধান	১	১
৬	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৯	৭
৭	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৪	২
৮	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১
৯	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১
	মোট=	২৩ জন	২৩ জন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ
২০১৬-১৭ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি টাকায়)
১.	কিশোরগঞ্জ জৈলার সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়ামের উন্নয়ন	১৫.৪৪
২.	নাটোর ও গাইবান্ধা জেলার ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ	৪.০০
৩.	কুমিল্লা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম উন্নয়ন ও সুইমিং পুল নির্মাণ	১৬.০০
৪.	চট্টগ্রাম বিভাগীয় সুইমিং পুল নির্মাণ	৮.৫২
৫.	উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৩১ টি)	১৯.১০
৬.	রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিদ্যমান হোস্টেল মেরামত	২২.২৬
৭.	মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ঢাকা, খানসাহেব আলী স্টেডিয়াম, নারায়নগঞ্জ এবং জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম এর সংস্কার ও উন্নয়ন	৪.৯৬
৮.	সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম উন্নীতকরণ	১০.০০
৯.	দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামগুলো সংস্কার ও উন্নয়ন	৩.০০
১০.	নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ	৩৪.৯৫
১১.	বিকেএসপির নতুন অর্ন্তভূক্ত ০৫ টি গেমের অবকাঠামো ও ক্রীড়া সুবিধাদির উন্নয়ন	১৫.২৭
১২.	বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন (বরিশাল, দিনাজপুর ও খুলনা)	২.৭৫
১৩.	বিকেএসপি'র হকি টার্ফ স্থাপন এবং বিদ্যমান সিনথেটিক এ্যাথলেটিক ট্র্যাক প্রতিস্থাপন	৪.০৪
১৪.	বিকেএসপির বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলীর আধুনিকীকরণ ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান	১৯.৬৯
১৫.	বিকেএসপি'র আওতায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা	২০.০৩
১৬.	৬৪ টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২.০৯

১৭.	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা	১৭.১০
১৮.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব প্রশিক্ষন কেন্দ্রের আধুনিকায়ন প্রকল্প	৫.০৯
১৯.	টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইল ফর আনপ্রিভিলাইজড রুরাল পিপল অব বাংলাদেশ	২.৪৭
২০.	অবশিষ্ট ১১ টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	২১.১০

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন:

ক) মন্ত্রণালয়ের ১০-২০ গ্রেড পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রতিজনকে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

খ) ৫ থেকে ১০ গ্রেডের সকল কর্মকর্তা ই-নথি, এপিএ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;

গ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত প্রণীত একশন পান এর উপর মতামত গ্রহণের জন্য ১৫ জুন ২০১৭ তারিখে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ও কো-লিড মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

ঘ) কমনওয়েলথ সচিবালয়ের আয়োজনে লন্ডনে অনুষ্ঠিত Expert Round Table on Resourcing and Financing for Youth Development শীর্ষক বৈঠকে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় অংশগ্রহণ করেন;

ঙ) থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Workshop on Evidence Based Policies on Youth Development in Asia and South EastAsia-তে সচিব এবং একজন যুগ্মসচিব অংশগ্রহণ করেন;

চ) এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ব্রাজিল-এ অনুষ্ঠিত ৩১ তম অলিম্পিক গেমস, সুইজারল্যান্ড-এ অনুষ্ঠিত Second World Summit on Ethics and Leadership in Sports, তুরস্কে অনুষ্ঠিত Third Session of Islamic Conference of Youth and Sports Ministers, নিউ ইয়র্ক এ অনুষ্ঠিত Six ECOSOC Youth Forum এবং চীনে অনুষ্ঠিত Oceania Region Intergovernmental Ministrial Meeting on Anti Doping in Sports এ অংশগ্রহণ করেন।

অনুদান প্রদান:

ক) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে ৪০০ জন দু:স্থ ক্রীড়াবিদকে এককালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা;

খ) ৪০০ টি ক্রীড়া ক্লাব প্রতিষ্ঠানকে ১.৩০ কোটি টাকা;

গ) যুব কল্যাণ তহবিল হতে ৩৮৪ টি সফল যুব সংগঠনকে ৮০.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পুরস্কার প্রদান:

ক) ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ৩১ জন ক্রীড়াবিদ/সংগঠককে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ প্রদান;

খ) কর্মসংস্থান সৃজনে অবদান রাখার জন্য ১৯ জন যুব/যুব সংগঠনকে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৬ প্রদান করা হয়েছে।

আইন প্রণয়ন:

ক) জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ প্রণয়ন;

খ) যুব কল্যাণ তহবিল আইন ২০১৬ প্রণয়ন;

গ) যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থা: মাঠ পর্যায়ের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ০৫(পাঁচ)টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে।

১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

২। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

৩। ক্রীড়া পরিদপ্তর

৪। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)

৫। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন।

এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান বিষয়ক কর্মশালায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম বক্তব্য রাখছেন।

এসডিজি অ্যাকশন প্ল্যান বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর অর্জনঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর
[১] দক্ষ ও উৎপাদনক্ষম যুব সমাজ গঠন	৪১	[১.১] ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অধীনে শিক্ষিত বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[১.১.১] প্রশিক্ষিত ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবকের সংখ্যা	জন	৭.০০	২১৫৩৬	৪১১৭৮	৭.০০
		[১.২] আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	[১.২.১] আত্মকর্মীর সংখ্যা	জন	৬.০০	৩৩৯৩০	৭৪৫০৯	৬.০০
		[১.৩] প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা	[১.৩.১] প্রশিক্ষিত যুবসংখ্যা	জন	৬.০০	৭৮১৬৮	৬৬৭১৯	০
		[১.৪] গ্রামীণ যুবদের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা	[১.৪.১] প্রশিক্ষিত যুবসংখ্যা	জন	৬.০০	১৬০৭০০	২৮৯১৬২	৬.০০
		[১.৫] সফল যুব সংগঠনকে আর্থিক অনুদান প্রদান	[১.৫.১] যুব সংগঠনের সংখ্যা	সংখ্যা	৬.০০	৫৭৪	৮৫৭	৬.০০
		[১.৬] প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	[১.৬.১] উপকারভোগীর সংখ্যা	জন	৪.০০	৩৭৭০০	৩৭৬৭৮	৩.৯৯
		[১.৭] জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	[১.৭.১] পুরস্কারপ্রাপ্ত যুব/যুব সংগঠকসংখ্যা	জন	৩.০০	১৫	১৯	৩.০০
		[১.৮] যুবদের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি	[১.৮.১] বাস্তবায়িত সভার সংখ্যা	সংখ্যা	৩.০০	১০৫৫	১১৭২	৩.০০
[২] ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও বিকাশ		[২.১] স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.১.১] প্রশিক্ষিত ক্রীড়াবিদ সংখ্যা	জন	১০.০০	১৬৪৪০	১৭১২০	১০.০০
		[২.২] তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ	[২.২.১] প্রতিভা সংখ্যা	জন	৯.০০	৩৭০০	৩৯০৫	৯.০০
		[২.৩] শারীরিক শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রী প্রদান	[২.৩.১] ডিগ্রীপ্রাপ্ত সংখ্যা	জন	২.০০	৬২০	৫৯০	০
		[২.৪] ক্রীড়ায় স্নাতক ডিগ্রী প্রদান	[২.৪.১] ডিগ্রীপ্রাপ্ত সংখ্যা	জন	২.০০	২০	২৬	২.০০
		[২.৫] ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান	[২.৬] দুস্থ ক্রীড়াবিদদের আর্থিক অনুদান	সংখ্যা	৩.০০	৯৪০	৯৪০	৩.০০
		[২.৬] দুস্থ ক্রীড়াবিদদের আর্থিক অনুদান	[২.৬.১] দুস্থ ক্রীড়াবিদদের সংখ্যা	জন	২.০০	৬৩০	১০৩৮	২.০০

		[২.৭] ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	[২.৭.১] প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	সংখ্যা	৪.০০	৫৫২৫	৫৭৫২	৪.০০
		[২.৮] ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ	[২.৮.১] নির্মিত স্থাপনার সংখ্যা	সংখ্যা	৩.০০	৯০	৯০	৩.০০
		[২.৯] ক্রীড়া স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার	[২.৯.১] মেরামত/ সংস্কারকৃত স্থাপনার সংখ্যা	সংখ্যা	২.০০	২৫	২৫	২.০০
		[২.১০] আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ	[২.১০.১] অর্জিত পদকের সংখ্যা (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ)	সংখ্যা	২.০০	৭০	৮৬	২.০০

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	প্রাপ্ত নম্বর
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	৬	২০১৬-১৭ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৫ মে	১৫ মে	১
		২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৪ আগস্ট	১৪ আগস্ট	১
		২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণীত ও দাখিলকৃত নির্ধারিত তারিখে	সংখ্যা	১	৪	৪	১
		২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	৩১ জানুয়ারি	৩১ জানুয়ারি	১
		আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	২৬-৩০ জুন	২৬-৩০ জুন	১
		বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদন প্রদান	বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত কর্মকর্তা	সংখ্যা	১	৩	৩	১

কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন	৫	ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন	মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তিত	তারিখ	১	২৮ ফেব্রুয়ারী	২৮ ফেব্রুয়ারী	০.৫
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারিকৃত	%	১	১০০	১০০	১
		সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অধিকসংখ্যক অনলাইন সেবা চালুর লক্ষ্যে সেবাসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণীত এবং অগ্রাধিকার নির্ধারিত	তারিখ	১	২৮ নভেম্বর	২২ নভেম্বর	১
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ		১	৯০	১০০	১
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৩	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়*	জনঘন্টা	১	৬০	৬০	১
		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৬-১৭ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৫ জুলাই	১৫ জুলাই	০.৫
			নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৪	০

কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন	৩	অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখা	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন	তারিখ	১	৩০ নভেম্বর	গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের প্রতিনিয়ত অবহিত করা হচ্ছে।	১
		সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) এর ব্যবস্থা করা	নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত	তারিখ	১	৩০ নভেম্বর	-	১
		সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩০ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর	১
তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা	২	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	১	প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে	প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে	১
		মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫ অক্টোবর	১৫ অক্টোবর	১
আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	-	০
							মোট প্রাপ্ত নম্বর	৮৮.৯৯

যুব কল্যাণ তহবিল

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সফল যুব সংগঠনকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য যুবদেরকে পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় **যুবকল্যাণ তহবিল** গঠন করা হয়।

জাতীয় সংসদে গত ১৯ জুলাই, ২০১৬খ্রিঃ তারিখে **যুব কল্যাণ তহবিল** অধ্যাদেশ-১৯৮৫ রহিত করে **যুব কল্যাণ তহবিল** আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৩নং আইন) পাশ হয় এবং বাংলাদেশ গেজেটে ২৬ জুলাই, ২০১৬ তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যায় **যুব কল্যাণ তহবিল** আইন, ২০১৬ প্রকাশিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

যুবদের অনুদান ও পুরস্কৃত করাসহ যুব সংগঠনকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানপূর্বক যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুব সমাজকে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এ তহবিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বর্তমান মূলধন ও ব্যবহারঃ

যুব কল্যাণ তহবিলের বর্তমান স্থায়ী মূলধন (সিডমানি) ১৫.০০ (পনেরো) কোটি টাকা। এ অর্থ সোনালী ব্যাংকে স্থায়ী মেয়াদি আমানত হিসাবে গচ্ছিত রয়েছে এবং বছরওয়ারি প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা নীতিমালা অনুযায়ী যুব সংগঠনকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান/পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তহবিল পরিচালনা পদ্ধতিঃ

যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা বোর্ড রয়েছে। অনুদান/পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সুপারিশ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট সিলেকশন কমিটি রয়েছে। উল্লেখ্য, যুব কল্যাণ তহবিলের ব্যাংক হিসাব উপসচিব (যুব) এবং সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১) এর যুগ্ম স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়।

এ যাবতকালের কার্যক্রম

প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা অদ্যাবধি ১০,১৭০টি যুব সংগঠনকে মোট ১৩,৫৯,৬৬,০০০/- (তের কোটি উনষাট লক্ষ ছেষট্টি হাজার) টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

যেসব ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান করা হয়

যুব সংগঠন কর্তৃক গৃহীত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প যেমন মৎস্য চাষ, বক-বাটিক, কুটির শিল্প, বিউটি পার্লার, মোবাইল সার্ভিসিং, সেলাই, পোল্ট্রি, দর্জিবিজ্ঞান, স্যানিটেশন, বনায়ন ও নার্সারি, ডেইরি, মাশরুম চাষ, সবজিচাষ, ফুলচাষ, মৌচাষ ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রকল্পের বিপরীতে অনুদান প্রদান করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম

যুব কল্যাণ তহবিল হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যুব সংগঠনকে ৮০,০০,০০০/-(আশি লক্ষ) টাকার প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মোট ৩৮৪টি সংগঠন নির্বাচন করা হয়েছে। সিলেকশন কমিটি ও ব্যবস্থাপনা ও বোর্ডের অনুমোদনের পর তাদেরকে অনুদান প্রদান করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুবসমাজকে দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী করে সুসংগঠিত উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ যুবদের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ যুবসমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ যুবসমাজ রেদশকে ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশে পরিণত করতে সক্ষম হবে। এছাড়া বাংলাদেশ বর্তমানে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার দেশ। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (demographic divident) এ সুবিধা একটি জাতির জীবনে বার বার আসে না। বাংলাদেশ ২০৪০-২০৪৫ সাল পর্যন্ত এ সুবিধা ভোগ করবে। ২০৪৫ সালের পর নির্ভরশীল জনসংখ্যার সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে দেশের অর্থনীতির উপর এর ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে। এমতাবস্থায় জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে দেশের যুবসমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদম শুমারি ও গৃহ গণনা অনুযায়ী ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৪ জন যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনক্ষম ও কর্মপ্রত্যাশী এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরু থেকেই বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে যার সুফল ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ০৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৮১ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৮৩ হাজার ১৮৪ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে । অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ০৮ লক্ষ ৮০ হাজার ৯১৭ জন উপকারভোগীকে ১৫৮১ কোটি ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৬-২০১৭ সালে ৪৩ হাজার ৯৩৮ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১২১ কোটি ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৫% । আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৪৫০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- হাজার টাকা পর্যন্ত । অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবনারী বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকুরী লাভে সক্ষম হয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ নিম্নরূপ:

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	
	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৫-২০১৬	২০২২৭.৮৮	৮৯২৩.০০
২০১৬-২০১৭	২৪৭৮০.৭০	৬৯০০.০০

বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণঃ

০১। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের (২৪-৩৫ বছর পর্যন্ত) শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/যুবনারীদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবনারীদের ১০টি সুনির্দিষ্ট মডিউলে ৩ মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা প্রদান করা হয়। কর্মভাতা হতে প্রত্যেকে মাস শেষে ৪০০০ টাকা নগদ পায় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সম্প্রসারণ করা হয়। তৃতীয় পর্বে দেশের দরিদ্রতম ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এবং চতুর্থ পর্বে ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পঞ্চম পর্বে ১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং তৃতীয় পর্বের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এ সমাপ্ত হবে। অস্থায়ী কর্মসংস্থান উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষা, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করা হয়েছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত পাইলট কর্মসূচির আওতায় ৫৬৮০১ জন, দ্বিতীয় পর্বে ১৪৫১৫ জন, তৃতীয় পর্বে ১৬৩৪২ জন এবং চতুর্থ পর্বে ২৬৩৭৬ জনসহ মোট ১১৪০৩৪ জনকে প্রশিক্ষণ এবং যথাক্রমে ৫৬০৫৪ জন, ১৪৪৬৭ জন, ১৪৮০৩ জন ও ২৬৩৭৬ জনসহ মোট ১১১৬৯৯ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে মোট ২৭৯ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ২৭৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির জুন ২০১৭ পর্যন্ত কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (জুন ২০১৭)	অর্জিত সাফল্য (জুন ২০১৭)
প্রশিক্ষণ	১২৫১৩৭ জন	১১৪০৩৪ জন
অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১১৪০৩৪ জন	১১১৬৯৯ জন
বরাদ্দ	১৫৬৯১৮.২৫ লক্ষ টাকা।	১৫৬৯১৮.২৫ লক্ষ টাকা।
ব্যয়	১৫৬৯১৮.২৫ লক্ষ টাকা।	১৪৮১৪৬.০০ লক্ষ টাকা।

০২। পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ

গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় স্থায়ীভাবে "পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি" নামে একটি কর্মসূচি দেশের ২৩৬টি উপজেলায় এ কর্মসূচি চালু রয়েছে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই

পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয়। একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৮ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য় ও ৩য় দফায় যথাক্রমে ১০০০০/-, ১৫০০০/- ও ২০০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মূলধন পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না বিধায় মেয়াদ শেষে গড় সার্ভিস চার্জের হার প্রকৃত হিসেবে ৫% দাঁড়ায়। এ কর্মসূচির ঋণ আদায়ের হার ৯৭%।

পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট মূলধন	১৫৯৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা।	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ	১২৯৬.০০ লক্ষ টাকা।	২৮২৭.৯৬ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে উপকারভোগী	১২,৯৬০ জন।	১৫,০৫৬ জন।

০৩। যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ

যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ সহায়তাদান এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৬টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) কার্যক্রম রয়েছে। পোশাক তৈরি, বক ও বাটিক প্রিন্টিং, মৎস্য চাষ, মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৪৯৬টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একজন প্রশিক্ষিত যুবকে ৫০,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৩০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মঞ্জুরকৃত ঋণ পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ৯৩%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
কর্মসূচির আওতায় মোট যুবঋণ মূলধন	১৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা।	১১৫৬০.৭২ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ	৯৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা।	৯৩৬৯.২৪ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে উপকারভোগী	২৪,৭৪০ জন।	১২,০৭২ জন।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	১,১৩,৮৯৫ জন।	১,২১,৮৮৬ জন।

০৪। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রঃ

দেশের বিপুল যুবগোষ্ঠিকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৯৮ সালে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" স্থাপন করা হয়। এটি মূলতঃ একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে দেশের

যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নানা রকম মানবীয় গুণাবলি অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং যুবদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যক্রমকেও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিকমানের একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এ রূপান্তরের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৭১০.২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ২৬৯৭.০১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৯৫০ জন যুব/যুবমহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ০২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৫। ২১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মূল উদ্দেশ্য। বেকার যুবক ও যুবনারীদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া কৃষি বিষয়ক ১২টি ট্রেডে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	৫,১৯০ জন।	৫,১১১ জন।

০৬। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হলেও রাজস্বখাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বর্তমানে এর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া এ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	১,১৮০ জন।	১,১৫৬ জন।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কর্মশালা ও সেমিনার	১ টি	১ টি

০৭। আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রঃ

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতাদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের ব্যবহার, তদারকি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানসহ তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

বাস্তবায়নাধীন সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণঃ

০১। বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ

কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার, গ্রাফিক ডিজাইন, রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ারকন্ডিশনিং, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজওয়্যারিং ইত্যাদি ও ট্রেডে শিক্ষিত বেকার যুবদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যাধিক বিবেচিত হওয়ায় ২য় পর্বে প্রকল্পের কার্যক্রম পূর্বের ৫টি কেন্দ্র থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ	৩৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৬৯০.৭০ লক্ষ টাকা ।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	৮,৮৪০ জন।	৯,৪৭৬ জন।

০২। ২৬টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। রাজস্ব খাতে পরিচালিত ২১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে এ প্রকল্পের আওতায় আরো ২৬টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে বেকার যুবক ও যুবনারীদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	১৭০১৪.৮৯ লক্ষ টাকা।	১৬৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	৬,৪৫৬ জন।	৬,৩৩৪ জন ।

০৩। ১৮ টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়ে -৮টি কেন্দ্র) (১ম সংশোধিত)ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৭ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। সাতচল্লিশটি জেলার আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি অবশিষ্ট জেলাসমূহে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ৮টি জেলায় ৮টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ কেন্দ্রসমূহে ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৫২৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা।	৪৮৩০.৪৭ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	১,৬৭৫ জন।	১,৬১০ জন ।

০৪। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ

কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রাসারণ করা হয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ও প্রেষণাদানের ব্যবস্থা রয়েছে ।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	১৫৩৯.৬৬ লক্ষ টাকা।	১৪৬৮.২৫ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	২১০ জন।	১৮৪ জন।

০৫। অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেক্ট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১১ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থেকে বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং ট্রেড (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেড এবং (গ) ইলেক্ট্রনিক্স ট্রেডে যথাক্রমে দেশের অবশিষ্ট ৪১ ও ৫৫টি জেলায় বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৯৮২.২২ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	৯,০৬০ জন।	৬,৯৯৬ জন।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণঃ

০১। অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবনারীদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নেত্রকোনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর ও জয়পুরহাট আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপ-পরিচালকের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে। রাজবাড়ী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ৮৫% এবং মেহেরপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলায় ৭০% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ (২০১০-২০১৮)	২১৪৫০.৪৫ লক্ষ টাকা ।	১৫২৩৬.৪৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	২১১০.০০ লক্ষ টাকা ।	২১১০.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ব্যয়	২১১০.০০ লক্ষ টাকা ।	২০৬৮.৮২ লক্ষ টাকা ।

০২। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক ভূমিকা পালন করায় এ প্রকল্পের উপর গুরত্ব আরোপ করে প্রতি বছর প্রতিটি উপজেলায় ৪৪০ জন বেকার যুবক ও যুবনারী-দের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে স্কুল, মাদরাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক ০৭, ১৪ ও ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর, এ ৭টি জেলার ৪৭টি উপজেলা বাদে অবশিষ্ট ৫৭টি জেলার ৪৪২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে ৯,৭২,৪০০ জনের প্রশিক্ষণ ও ৬,৮০,৬৮০ জনের কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্পটি ৯৯৯৯.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৪-০১-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১০৫৮২.৬১ লক্ষ টাকা। প্রশিক্ষণ ছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি উন্নয়ন, এইচআইভি, এইডস, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, যুব নেতৃত্বের বিকাশ, অনৈতিক ও সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, গণতন্ত্রায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে বেকার যুবরা দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জীবন দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ প্রকল্পটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ (জানুয়ারি ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৭) ১ম সংশোধিত।	১০৫৮২.৬১ লক্ষ টাকা।	৯১৭৬.৭৬ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	২১১৫.০০ লক্ষ টাকা।	২১১৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ব্যয়	২১১৫.০০ লক্ষ টাকা।	২১০২.৭৬ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	২,১২,১৬০ জন।	২,১০,০২৪ জন।

০৩। ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) ২য় পর্বঃ

গবাদিপশু ও মুরগী পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানী চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য । প্রকল্পটি গত ২৬-০১-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬১টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় জ্বালানী চাহিদা

পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩১০০০ বায়োগ্যাস প্যান্ট তৈরী করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ (জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৮)	৬২১৯.১২ লক্ষ টাকা।	৩৪০৭.৪৭ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	১৭১০.০০ লক্ষ টাকা।	১৭১০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ব্যয়	১৭১০.০০ লক্ষ টাকা।	১৬৭৭.০২ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বায়োগ্যাস প্যান্ট স্থাপন	৬৮৮৯টি	৭৯৯৮টি

০৪। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পঃ

"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কার্যক্রমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের অবদানকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প ব্যয় (মার্চ ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯)	২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা।	১১৪৫.১১ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	৫০৯.০০ লক্ষ টাকা।	৫০৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ব্যয়	৫০৯.০০ লক্ষ টাকা।	৪৮৮.০৬ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	১৯৫০ জন।	১৯৫০ জন।

০৫। ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পঃ

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে ১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৯,৮০০ জন বেকার যুবক ও যুবনারী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২০টি জেলায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৪টি জেলায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১৬- ২০১৯)	১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা।	২০৮.৬৩ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০৯.০০ লক্ষ টাকা।	২০৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ব্যয়	২০৯.০০ লক্ষ টাকা।	২০৮.৬৩ লক্ষ টাকা।

টি, এ প্রকল্পঃ

০৬। টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ প্রকল্পঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবনারীরা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবদের জন্য ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ভ্রাম্যমাণ ইন্টারনেট সুবিধা, মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ০৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে বেকার যুবদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭টি সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন এক মাস ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থান করে। জাপান সরকারের অর্থায়নে ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১৫৮৪০ জন বেকার যুবক ও যুবনারী প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯)	২০০০.০০ লক্ষ টাকা ।	১০৩০.৫৭ লক্ষ টাকা ।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	২৪৭.০০ লক্ষ টাকা ।	২৪০.২৩ লক্ষ টাকা ।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ব্যয়	২৪০.২৩ লক্ষ টাকা ।	২৩৮.৩০ লক্ষ টাকা ।
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	৩১৬৮ জন।	৩২০০ জন।

প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পঃ

০১। যানবাহন চালনা ও মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্পঃ

দক্ষ গাড়ীচালক ও যানবাহন মেরামত মেকানিক্স তৈরি করে দেশে-বিদেশে দক্ষ গাড়ী চালকদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে দুই বছরের জন্য ২৪৫৩.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২,৮৮০ জন বেকার যুবক ও যুবনারী গাড়ী চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ও বেকার যুবদের ৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

০২। উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রকল্পঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিতবেকার যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্যের হার হ্রাসের নিমিত্ত

মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্ণিত অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের জন্য এ প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫২টি উপজেলাকে প্রস্তাবিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ২৫২টি উপজেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ৪৫,৩৬০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদি বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলে একদিকে দেশে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ এবং অন্যদিকে বিদেশে দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হবে। এছাড়া, প্রশিক্ষিত দক্ষ যুবদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৫৯৯৩.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৩। যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্পঃ

দেশে-বিদেশে প্লাম্বিং এণ্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এণ্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০,৩২০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্লাম্বিং এণ্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এণ্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডে কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৯৮৪৪.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ২৮-০৪-২০১৬ তারিখে প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৪। অধিদপ্তরের মাঠ প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নীতকরণ প্রকল্পঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ প্রশাসনের দক্ষতাবৃদ্ধি, বেকার যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যানবাহন ও আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ৩০টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার ও মেরামত এবং যেসব জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানান্তর সম্ভব নয় সেসব জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ ও জেলা কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স মেশিন, যানবাহন, সেলাই মেশিন, প্রিন্টার, আসবাবপত্র সংগ্রহের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৩৬৬৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৫। যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় যুব ভবন পাকিস্তান আমলে নির্মিত একটি ৬ তলা ভবন। এ ভবনে মহাপরিচালক, পাঁচজন পরিচালক ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শাখাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি, ৪টি সমাপ্ত প্রকল্প এবং ৫টি চলমান প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করেন। প্রায় ২৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বসার জায়গাসহ সভার জন্য যে পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন যুব ভবনে তা না থাকায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান যুব ভবনের জায়গায় ২০ তলা যুব ভবন নির্মাণের জন্য এই প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৮১৯৫.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৬। বিদ্যমান অবশিষ্ট ৭টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৫৩টি জেলায় ৫৩টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ৫৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪৭টি কেন্দ্রে বহুতল একাডেমিক কাম অফিস ভবন, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের

বাসস্থানসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রয়েছে। কিন্তু ৬টি কেন্দ্রে আধা-পাকা অবকাঠামো রয়েছে যা বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দাপ্তরিকসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া ১টি কেন্দ্রে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বহুতল একাডেমিক কাম অফিস ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের সকল আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই রকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৩২৬১.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৭। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)

উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ২৮২০০ জন যুবক ও যুবনারী উপকৃত হবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৭৫৯.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৮। বেকার যুবদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রকল্পঃ

শিক্ষিত বেকার যুবদের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরি দাতাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চাকরি দাতাদের সাথে প্রশিক্ষিত যুবদের যোগাযোগ স্থাপন এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪৮০০ শিক্ষিত বেকার যুব উপকৃত হবে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২১৬৭.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৯। যুব সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুব সংগঠনের কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পঃ

যুবদের জন্য পর্যাপ্ত সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড ও বিনোদনের সুযোগ না থাকায় যুবরা সমাজবিরোধী কাজে জড়িত হয়ে পড়ছে। সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত না হওয়ার বিষয়ে যুবদের সচেতন করা এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদে রূপান্তর করার নিমিত্ত এ প্রকল্পের মাধ্যমে যুব সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৯৬টি উপজেলায় ২৪৮০টি যুব সংগঠনকে প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং ২৪৮০টি যুব সংগঠনের মাধ্যমে কর্মশালা, এ্যাডভোকেসি সভা, সফল আত্মকর্মীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ, বৃক্ষ রোপণ, দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ, বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ইত্যাদি কর্মসূচি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। ০১-০৭-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৭৫৬৮.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

(ক) জাতীয় যুব দিবসঃ

দেশের যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হন, তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১৯ জন সফল যুবক ও যুবনারীদের জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(খ) আন্তর্জাতিক যুবদিবসঃ

জাতিসংঘ এর সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর ১২ আগস্ট বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক যুবদিবস যথাযোগ্য

মর্যাদায় পালন করা হয়।

(গ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তকরণ ও অনুদানঃ

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভুক্তির কাজ চলমান রয়েছে। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের অনুন্নয়ন খাত থেকে ৭৩টি যুব সংগঠনকে ৯.৪৯ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

(ঘ) যুব সংগঠন নিবন্ধনঃ

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০১৫ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ আইনের আলোকে যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধন করার জন্য যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত বিধিমালার আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধনের কাজ শুরু করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরঃ

যুব কার্যক্রমকে আরও জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, এডভান্সিং পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্ট (এপিআইটি), সেন্টার ফর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (সিসিডিবি), বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভ ফর সাসটেইনএবল ফিউচার (বিআইএসএফ) এবং ইউএসএইড-ডিএফআইডি এনজিও হেলথ্ সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

নারায়গঞ্জ জেলা কার্যালয়াধীন ৬ মাস মেয়াদী ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবহারিক ক্লাস

সাভারস্থ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ

আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের সফল যুবনারীদের কাঁথা তৈরীর দৃশ্য

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম শেরপুর জেলায় চলমান ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির কর্মী ও নারী উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করছেন

নারায়ণগঞ্জের সফল আত্মকর্মী যুবক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এর রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং সার্ভিসিং সেন্টারের কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার হাত থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/অটিস্টিক কোটায় শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠন মোঃ ফারুক হোসেন জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৬ গ্রহণ করছেন

জামালপুরে আয়োজিত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ৫ম পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিতি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার এমপি, প্রতিমন্ত্রী মীর্জা আজম এমপি, স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ রেজাউল কবির হীরা এমপি

জাতীয় যুবদিবস ২০১৬ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুব পণ্য প্রদর্শণীর স্টল পরিদর্শন করছেন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন টেকাব প্রকল্পের আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগন

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রীড়া পরিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ, অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন, শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার চর্চা, মহিলা ক্রীড়ার বিকাশ এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনস্থ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদের জন্য ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) এবং মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে।

জনবলঃ ক্রীড়া পরিদপ্তরের জনবল ৪২৫ জন। প্রধান কার্যালয়ে ২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী। এর মধ্যে ৪ জন গ্রেড ৩ থেকে গ্রেড ৯ পর্যন্ত এবং গ্রেড ১১ থেকে গ্রেড ২০ পর্যন্ত কর্মচারীর সংখ্যা ১৮ জন। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসে প্রতিটিতে ১ জন গ্রেড-৯ কর্মকর্তা ও ২জন কর্মচারীসহ (গ্রেড ১১ থেকে গ্রেড ২০ পর্যন্ত) মোট ১৯২ জন কর্মকর্তা /কর্মচারী এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে মোট ২১১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে।

ক্রমিক	কার্যাবলী
১	ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জির মাধ্যমে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন।
২	বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসমূহের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে ক্রীড়ার সম্প্রসারণে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৩	বিভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়ার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন।
৪	উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাথে ক্রীড়া কার্যক্রমের পারস্পারিক সংযোগ রক্ষা, সমন্বয় এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারদের স্ব স্ব জেলা ক্রীড়া সংস্থার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।
৫	দেশের স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণ সম্প্রদয়ের মধ্যে ক্রীড়া মানসিকতার সম্পূর্ণ উন্মেষ সাধণ, ক্রীড়া আন্দোলনকে জোরদার এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম ও টুর্নামেন্ট প্রবর্তন।
৬	গ্রাম পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ক্রীড়া ক্লাবসমূহের ক্রীড়া কার্যক্রম তদারকি করা।
৭	জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহ উদযাপন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সঙ্গে পূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন।
৮	দেশের শিশু-কিশোর ও যুব সংগঠনসমূহের ক্রীড়া কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান।
৯	জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন।
১০	সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহের মাধ্যমে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) এবং মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) ডিগ্রী প্রদান।
১১	ক্রীড়ার মান উন্নয়নে দেশের ক্রীড়া ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান।
১২	দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের খেলার মাঠ উন্নয়ন এবং ক্রীড়া আয়োজনে আর্থিক অনুদান প্রদান।

১৩	প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের বিষয়ে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ।
১৪	দেশের প্রচলিত গ্রামীণ খেলার আয়োজন ও গ্রামীণ খেলার প্রচলন করা ।
১৫	আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের এককালীন অনুদান প্রাপ্তিতে সহযোগিতা দান ।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বাজেট:

অর্থবছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৬-২০১৭	১৮,৬৩,২৭	-
২০১৭-২০১৮	২০,০০,০০	-

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহের বাজেট:

অর্থবছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৬-২০১৭	৮,০৯,১৭	-
২০১৭-২০১৮	৯,১৬,০০	-

ক্রীড়া সরঞ্জাম খাতে বরাদ্দ :

অর্থবছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৬-২০১৭	৪,০০,০০	-
২০১৭-২০১৮	৪,৯২,৫০	-

ক্রীড়া সামগ্রী প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

অর্থবছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৫-২০১৬	৫৮০১টি	-
২০১৬-২০১৭	৫৮০৫ টি	-

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কার্যক্রম :

ক্রীড়া পরিদপ্তর থেকে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের জন্য ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত ক্রীড়া কার্যক্রম বার্ষিক ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী দেশের ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় ।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড়দের পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা হয় ।

ক্রীড়া পরিদপ্তর অনূর্ধ্ব-১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে খেলাধুলার চর্চা এবং ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষক ক্রীড়া কর্মসূচিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবী, জিমন্যাস্টিকস, অ্যাথলেটিকস এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে কার্যকরী ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা, ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি,দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমাতায়ন এবং সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের সুবিধাবলী উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি ২০১৬-২০১৭ এর মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবলে ১২৮টি, ক্রিকেটে ৬৪টি, হকিতে ১৬টি, ভলিবলে ৫০টি ,হ্যান্ডবলে ৫০টি, দাবাতে ১৩টি, কাবাডিতে ১৯টি, সাঁতারে ৪০টি, ব্যাডমিন্টনে ৪০টি, অ্যাথলেটিকসে ৬৪টি, জিমন্যাস্টিকসে ১টি, রাগবিতে ২টি টেবিল টেনিসে ১টি এবং গ্রামীণ ক্রীড়ার ১২৮টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কর্মসূচির পরিসংখ্যান।

বিষয়	ক্রীড়া কার্যক্রমের সংখ্যা
ফুটবল	১২৮
ক্রিকেট	৬৪
হকি	১৬
ভলিবল	৫০
হ্যান্ডবল	৫০
দাবা	১৩
কাবাডি	১৯
সাঁতার	৬৪
ব্যাডমিন্টন	৪০
অ্যাথলেটিকস	৬৪
জিমন্যাস্টিকস	০১
রাগবী	০২
টেবিল টেনিস	০১
গ্রামীণ ক্রীড়া	১২৮
মোট=	৬৪০

দেশের তৃণমূল হতে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে শুরু করা হয়। ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফলে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। দশের তৃণমূল পর্যায়ে অনূর্ধ্ব -১৫ বছরের ছেলেদের প্রশিক্ষণের আওতায় এনে উপজেলা থেকে জেলা, জেলা থেকে বিভাগ এবং বিভাগীয় দলের খেলোয়াড় হিসেবে জাতীয় পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে কোচেস ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং খেলোয়াড় ও কোচদের ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা থেকে বাছাইকৃত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল ২০১৬-২০১৭ এর পরিসংখ্যান :

অর্থবছর	জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সংখ্যা	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের প্রশিক্ষণ প্রদান।
২০১৫-২০১৬	২৫৮০ জন	১৮৯ জন	১১২জন	৩৫ জন	৩৫ জন
২০১৬-২০১৭	২৮৮০ জন	২৬০ জন	১১২ জন	৪০ জন	৩৯ জন

গ্রামীণ খেলায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা :

অর্থবছর	জেলার সংখ্যা	খেলোয়াড়ের সংখ্যা
২০১৫-২০১৬	৬৪	১৫৪০০
২০১৬-২০১৭	৬৪	১৬০০০

মেয়েদের হকি প্রশিক্ষণ : ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশে প্রথমবার মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াকর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত ৪০ জন প্রতিভাবান মহিলা হকি খেলোয়াড়দের ১০দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয় এবং ২৩ জনকে পরবর্তী ধাপে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়। এর ফলে আগামীতে বাংলাদেশ মহিলা হকি দল গঠনে ক্ষেত্র রচিত হল।

অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া : ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রিকেট কার্নিভ্যাল, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে ক্রীড়া কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও যশোর ও মাগুরা জেলায় অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে বিশেষ ক্রীড়া কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য :

ফুটবল	ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্টকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬-২০১৭ এর ৩৯জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের মধ্যে ৪ জন খেলোয়াড় অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় দলে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
ক্রিকেট	ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সরকারি শিশু পরিবারের মেয়েদেকে প্রথম ক্রিকেট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দলটি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অন্তর্ভূক্ত হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে উক্ত দলটি শক্তিশালী বাংলাদেশ পুলিশ দলকে পরাজিত করে।
হকি	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জেলা ক্রীড়া অফিস, কিশোরগঞ্জের উদ্যোগে কিশোরগঞ্জ আরজাত আতরজান স্কুলে মেয়েদের প্রথম হকি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে উক্ত হকি দলটি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
সাঁতার	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে দেশের ৬৪ জেলায় শিশুদের সাঁতার শেখানো ও সাঁতার প্রশিক্ষণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে এ কর্মসূচির আওতায় গত অর্থবছরে ৯৬০ জন শিশুকে শেখানো হয়। জেলা ক্রীড়া অফিস, বগুড়া এর সাঁতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খেলোয়াড়রা এ বছর জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করে।

অ্যাথলেটিকস	জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভকারী অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী জেলা ক্রীড়া অফিস, নড়াইল, যশোর, ঢাকা ও কিশোরগঞ্জ এর কর্মসূচির ফসল।

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ : ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাভূক্ত দেশের ৬টি বিভাগে ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ রয়েছে। উক্ত শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী যুব ও যুব মহিলাদের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্য এক বছরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা বিপিএড ডিগ্রী লাভ করে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করে। দেশের ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে ২০১৭ সালের ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা।

ক্রমিক	কলেজের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা	১৯৭ জন
২	সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, রাজশাহী	১১১ জন
৩	চট্টগ্রাম বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ	৫৩ জন
৪	খুলনা বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, বাগেরহাট।	৬৬ জন
৫	বরিশাল বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ।	৯৭ জন
৬	ময়মনসিংহ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ।	৮৭ জন

শারীরিক শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে ২০১৬ সালে প্রথম মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্স প্রবর্তন করা হয়। ২০১৬ সালে ৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলতার সাথে মাস্টার কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ২০১৭ সালে ৫৯জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

সম্প্রতি সময়ে ক্রীড়া পরিদপ্তরের সাফল্য :

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) কোর্স প্রবর্তণপূর্বক প্রথম বছরের কোর্স সমাপন;

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় ক্রীড়া পরিদপ্তরের সার্ভিস প্রফাইল বুক প্রণয়ন;

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ই-সার্ভিস রোড ম্যাপ ২০২১ প্রণয়ন।

সাভারস্থ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ

আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের সফল যুবনারীদের কাঁথা তৈরীর দৃশ্য

সাভারস্থ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ

আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের সফল যুবনারীদের কাঁথা তৈরীর দৃশ্য

সাভারস্থ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ

আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের সফল যুবনারীদের কাঁথা তৈরীর দৃশ্য

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

১৯৭৪ সনের ৫৭নং আইন বলে গঠিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব-শাসিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দেশের ক্রীড়া প্রশাসনের সুবিস্তৃত কাঠামোতে এই পরিষদ সরকার ও স্বেচ্ছাধর্মী বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। পরিষদ দেশে বিভিন্ন খেলা ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড আয়োজনে সহায়তা প্রদান করছে। দেশের বাইরে গমনকারী সকল ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া প্রতিনিধি দলের সরকারী অনুমোদনের ব্যবস্থাও পরিষদ করে থাকে।

পরিষদ ঢাকা শহরের বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়াম, মিরপুরস্থ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্স, ধানমন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম, তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়াম, ধানমন্ডিস্থ ক্রীড়া পরিষদ জিমনেসিয়াম, মিরপুরস্থ ক্রীড়াপল্লী, ধানমন্ডিস্থ সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংলগ্ন আইভি রহমান সুইমিংপুল, প্রধান ভবন, ২০ তলা বিশিষ্ট এনএসসি টাওয়ার ভবন ছাড়াও আরো কয়েকটি ক্রীড়া চত্বর ও ভৌত সুবিধাদি সরাসরি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন এফিলিয়েটেড ক্রীড়া সংস্থা পরিষদের অনুমতিক্রমে এ সকল ভৌত সুবিধাদি ক্রীড়া কর্মকান্ডে সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহার করে আসছে। এছাড়াও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে রয়েছে ৩৭জন অভিজ্ঞ ক্রীড়া প্রশিক্ষক। তাদের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে খেলোয়াড়দের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

২। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালী (প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি/সংগঠনের সর্বমোট সংখ্যা ১২৮জন)

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও এর একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে। পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

	সাধারণ পরিষদ:		
১.	মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	-	সভাপতি
২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩.	৪৫টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক	-	সদস্য
৪.	৬৪টি জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫.	০৭টি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি	-	সদস্য
৭.	বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি	-	সদস্য
৮.	সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯.	নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১.	বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২.	বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩.	আন্তঃ বোর্ড (শিক্ষাবোর্ড) ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪.	আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৫.	২(দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১৬.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	-	সদস্য

	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি : সংখ্যা মোট ১৮ জন		
১.	মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	-	সভাপতি
২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী/ সচিব	-	সহ-সভাপতি
৩.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	-	সদস্য
৫.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন	-	সদস্য
৬.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন	-	সদস্য
৭.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডারেশন	-	সদস্য
৮.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন	-	সদস্য
৯.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন	-	সদস্য
১০.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জিমন্যাষ্টিক্স ফেডারেশন	-	সদস্য
১১.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্টস ফেডারেশন	-	সদস্য
১২.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন	-	সদস্য
১৩.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন	-	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড	-	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড	-	সদস্য
১৬.	২(দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
১৭.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	-	সদস্য

এ ছাড়াও পরিষদ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে সরকার কর্তৃক কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ/মনোনীত করা হয়। সরকার তথা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ-এর কাউন্সিল (পরিষদ) ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৩। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যাবলী :

ক) বাংলাদেশের ক্রীড়া কার্যক্রমের উন্নয়ন, প্রসার ও সমন্বয়করণ;

খ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান;

গ) বাংলাদেশের ক্রীড়ার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) বিদেশে খেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) অধিভূক্ত ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে আর্থিক অনুদান ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান;

ছ) দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমন্যসিয়াম ও অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

জ) ক্রীড়াঙ্গন থেকে অবসর গ্রহণের পর দুঃস্থ এবং খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের আর্থিক সাহায্য প্রদান;

ঝ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান;

ঞ) ক্রীড়া সংস্থা এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ট) ক্রীড়া বিষয়ক পুস্তিকাদি প্রকাশ করা।

৪ । জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সর্বমোট জনবল

রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	৩৯৩ জন
অস্থায়ী পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	১৩২ জন
সংরক্ষিত	-	০১ জন
প্রকল্পে কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	৩৯জন
ওয়ার্কচার্জড (কার্যভিত্তিক) কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	১০৭ জন
মাষ্টারোলে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	১১০ জন
সর্বমোট	=	৭৭২ জন

উল্লেখ্য যে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২০০৩ সালে সরকারীভাবে (বিধিগতভাবে) পেনশন প্রথা চালু হয়েছে। সারা দেশে খেলাধুলার সুবিধা বৃদ্ধিসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেলাধুলাকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে পরিষদের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো সরকারী সিদ্ধান্তনুযায়ী (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুযায়ী) পরিবর্তনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বর্তমান জনবলের অতিরিক্ত আরও ৬০২ (ছয়শত দুই) জন জনবলের প্রয়োজন হবে। আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার ক্রমবিকাশ ও মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ক্রীড়া অবকাঠামো তৈরী, দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্রীড়া দলের অংশগ্রহণ, জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও পরিষদ ১৯৭৭ সালের ২০ জুলাই থেকে "ক্রীড়াজগত" নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করে আসছে। পাক্ষিক ক্রীড়াজগত এ দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করছে। ক্রীড়াঙ্গনের সুখ-দুঃখের নীরব সহচর পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' এ দেশের ক্রীড়া ইতহিাসের অংশ হয় উঠেছে। কেননা, 'ক্রীড়াজগত' এখন শুধু একটি পত্রিকা নয়- দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে কোন তথ্য, ছবি ও রেকর্ডসের জন্য নির্ভরযোগ্য অবলম্বন 'ক্রীড়াজগত'। অতীতের অনেক খেলোয়াড় ও সংগঠক বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু 'ক্রীড়াজগত' তাদের কৃতিত্ব, গৌরবগাঁথা ও স্মৃতিকে মুছে যেতে দেয়নি। এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের যাবতীয় কর্মকান্ড 'ক্রীড়াজগত'-এর পাতায় পাতায় প্রতিফলিত। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে 'ক্রীড়াজগত' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। সর্বোপরি, পাঠকনন্দিত পত্রিকা হিসেবে 'ক্রীড়াজগত' সর্বমহলে নিজের আসন গড়ে নিয়েছে।

ক্রীড়াজগত প্রকাশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১। দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়ন।
২। চিত্ত-বিনোদনের অভাব পুরণ এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা।
৩। দেশের কিশোর, তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করা।
৪। দেশের খেলাধুলার প্রকৃত সমস্যা নির্ধারণ ও তা সমাধানে গঠনমূলক আলোচনা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান।
৫। 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে ক্রীড়াঙ্গনের যাবতীয় তথ্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ছবি ও রেকর্ডস সংরক্ষণ।
৬। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নয়, সেবামূলক খাত হিসেবে 'ক্রীড়াজগত' প্রকাশ।
৭। দেশের খেলোয়াড় ও সংগঠকদের পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি।
৮। খেলাধুলার আইন-কানুন তুলে ধরা।
৯। ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।
১০। খেলাধুলার মাধ্যমে যাতে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়, সে বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা।
১১। ক্রীড়াক্ষেত্রে গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা।

১২। তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলাকে জনপ্রিয় করা।

৫। জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন সমুহকে স্বীকৃতি প্রদানঃ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ যাবত নিম্নবর্ণিত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান সমুহকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেঃ

১. বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন।
২. বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
৩. বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
৪. বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডারেশন
৫. বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন
৬. বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন
৭. জাতীয় শ্যুটিং ফেডারেশন-বাংলাদেশ
৮. বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন
৯. বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন
১০. বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন
১১. বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন
১২. বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন
১৩. বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন
১৪. বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন
১৫. বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন
১৬. বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন
১৭. বাংলাদেশ ভারত্তোলন ফেডারেশন
১৮. বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশন
১৯. বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন
২০. বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা
২১. বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া সংস্থা
২২. বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নুকার ফেডারেশন
২৩. বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন
২৪. বাংলাদেশ শরীর গঠন ফেডারেশন
২৫. বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন
২৬. বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশন
২৭. বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশন
২৮. বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন
২৯. বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন
৩০. বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন
৩১. বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন
৩২. বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন
৩৩. বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশন

৩৪. বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন
৩৫. বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন
৩৬. বাংলাদেশ ঘুড়ি ফেডারেশন
৩৭. বাংলাদেশ রাগবি ইউনিয়ন
৩৮. বাংলাদেশ উশু এসোসিয়েশন
৩৯. বাংলাদেশ ফেন্সিং এসোসিয়েশন
৪০. বাঁশআপ এসোসিয়েশন
৪১. বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন
৪২. বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল এসোসিয়েশন
৪৩. বাংলাদেশ কিক বক্সিং এসোসিয়েশন
৪৪. বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তায়কোয়ানডো এসোসিয়েশন
৪৫. প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ।
৪৬. বাংলাদেশ ব্যুথান এসোসিয়েশন।
৪৭. বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন।
৪৮. বাংলাদেশ সাফিং এসোসিয়েশন।
৪৯. বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং এসোসিয়েশন।

৬। ক্রীড়া অবকাঠামোসমূহ

ক্র.নং	স্থাপনার নাম	স্থাপনার অবস্থান
	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন (০২টি)	
১।	২০ তলা বিশিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন (এনএসি টাওয়ার)	পল্টন, ঢাকা
২।	৫ তলা বিশিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন (পুরাতন)	পল্টন, ঢাকা
	ক্রিকেট স্টেডিয়াম (০৮টি)	
১।	শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম।	মিরপুর, ঢাকা।
২।	খান সাহের ওসমান আলী ক্রিকেট স্টেডিয়াম।	ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।
৩।	শহীদ চান্দু ক্রিকেট স্টেডিয়াম।	বগুড়া।
৪।	জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম।	চট্টগ্রাম।
৫।	শহীদ কামরুজ্জামান ক্রিকেট স্টেডিয়াম।	রাজশাহী।
৬।	শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম।	খুলনা।
৭।	শেখ কামাল স্টেডিয়াম।	গোপালগঞ্জ।
৮।	সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম।	সিলেট
	ফুটবল স্টেডিয়াম (০২টি)	
১।	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম।	পল্টন, ঢাকা।
২।	বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম।	কমলাপুর, ঢাকা।
	জেলা স্টেডিয়াম (৬৪টি)	
১।	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ।	ময়মনসিংহ
২।	টাঙ্গাইল জেলা স্টেডিয়াম।	টাঙ্গাইল

৩।	সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়াম।	কিশোরগঞ্জ
৪।	কিশোরগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম।	কিশোরগঞ্জ
৫।	ওসমানী স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ।	নারায়নগঞ্জ
৬।	শহীদ মিরাজ তপন স্টেডিয়াম, মানিকগঞ্জ।	মানিকগঞ্জ
৭।	মুসলেহ উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম, নরসিংদী।	নরসিংদী
৮।	রাজবাড়ি জেলা স্টেডিয়াম।	রাজবাড়ি
৯।	আচমত আলী খান স্টেডিয়াম, মাদারীপুর	মাদারীপুর
১০।	বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যাঃ নায়েক মন্সী আব্দুর রউফ স্টেডিয়াম, শরীয়তপুর।	শরিয়তপুর
১১।	নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়াম।	নেত্রকোনা
১২।	ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়াম।	ফরিদপুর
১৩।	শেখ কামাল স্টেডিয়াম , গোপালগঞ্জ।	গোপালগঞ্জ
১৪।	বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাঃ লেঃ মতিউর রহমান স্টেডিয়াম, মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ
১৫।	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম, জামালপুর	জামালপুর
১৬।	শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়াম, শেরপুর	শেরপুর
১৭।	শহীদ বরকত স্টেডিয়াম, গাজীপুর।	গাজীপুর
১৮।	বান্দরবন জেলা স্টেডিয়াম।	বান্দরবন
১৯।	বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন স্টেডিয়াম, কক্সবাজার।	কক্সবাজার
২০।	রাঙ্গামাটি জেলা স্টেডিয়াম।	রাঙ্গামাটি
২১।	ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম, কুমিল্লা।	কুমিল্লা
২২।	শহীদ বুলু স্টেডিয়াম, নোয়াখালী।	নোয়াখালী
২৩।	খাগড়াছড়ি জেলা স্টেডিয়াম।	খাগড়াছড়ি
২৪।	শহীদ আব্দুস সালাম স্টেডিয়াম, ফেনী।	ফেনী
২৫।	চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়াম।	চাঁদপুর
২৬।	লক্ষীপুর জেলা স্টেডিয়াম।	লক্ষীপুর
২৭।	নিয়াজ মোহাম্মদ স্টেডিয়াম, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া
২৮।	চট্টগ্রাম জেলা এম.এ আজিজ স্টেডিয়াম।	চট্টগ্রাম
২৯।	হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম।	হবিগঞ্জ
৩০।	সিলেট জেলা স্টেডিয়াম।	সিলেট
৩১।	মৌলভীবাজার জেলা স্টেডিয়াম।	মৌলভীবাজার
৩২।	সুনামগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম।	সুনামগঞ্জ
৩৩।	নীলফামারী জেলা স্টেডিয়াম।	নীলফামারী
৩৪।	লালমনিরহাট জেলা স্টেডিয়াম।	লালমনিরহাট
৩৫।	শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম, পাবনা।	পাবনা
৩৬।	সিরাজগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম।	সিরাজগঞ্জ
৩৭।	কুড়িগ্রাম জেলা স্টেডিয়াম।	কুড়িগ্রাম
৩৮।	শংকর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়াম, নাটোর।	নাটোর
৩৯।	রংপুর জেলা স্টেডিয়াম।	রংপুর

৩৩।	নীলফামারী জেলা স্টেডিয়াম।	নীলফামারী
৩৪।	লালমনিরহাট জেলা স্টেডিয়াম।	লালমনিরহাট
৩৫।	শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম, পাবনা।	পাবনা
৩৬।	সিরাজগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম।	সিরাজগঞ্জ
৩৭।	কুড়িগ্রাম জেলা স্টেডিয়াম।	কুড়িগ্রাম
৩৮।	শংকর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়াম, নাটোর।	নাটোর
৩৯।	রংপুর জেলা স্টেডিয়াম।	রংপুর
৪০।	শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়াম, গাইবান্ধা।	গাইবান্ধা
৪১।	মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়াম, রাজশাহী।	রাজশাহী
৪২।	দিনাজপুর জেলা স্টেডিয়াম।	দিনাজপুর
৪৩।	নওগাঁ জেলা স্টেডিয়াম।	নওগাঁ
৪৪।	জয়পুরহাট জেলা স্টেডিয়াম।	জয়পুরহাট
৪৫।	ঠাকুরগাঁও জেলা স্টেডিয়াম।	ঠাকুরগাঁও
৪৬।	বীর মুক্তিযোদ্ধা সেরাজুল ইসলাম স্টেডিয়াম, পঞ্চগড়।	পঞ্চগড়
৪৭।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম (পুরাতন)।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৪৮।	ডাঃ আ. আ. ম. মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার) স্টেডিয়াম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৪৯।	চুয়াডাঙ্গা জেলা স্টেডিয়াম।	চুয়াডাঙ্গা
৫০।	মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম।	মেহেরপুর
৫১।	সাতক্ষীরা জেলা স্টেডিয়াম।	সাতক্ষীরা
৫২।	বাগেরহাট জেলা স্টেডিয়াম।	বাগেরহাট
৫৩।	শামসুল হুদা স্টেডিয়াম, যশোর।	যশোর
৫৪।	বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আছাদুজ্জামান স্টেডিয়াম, মাগুরা।	মাগুরা
৫৫।	খুলনা জেলা স্টেডিয়াম।	খুলনা
৫৬।	বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ স্টেডিয়াম, নড়াইল।	নড়াইল
৫৭।	কুষ্টিয়া জেলা স্টেডিয়াম।	কুষ্টিয়া
৫৮।	বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়াম, ঝিনাইদাহ।	ঝিনাইদাহ
৫৯।	গজনবী স্টেডিয়াম, ভোলা।	ভোলা
৬০।	এ্যাডভোকেট কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম, পটুয়াখালী।	পটুয়াখালী
৬১।	বরগুনা জেলা স্টেডিয়াম।	বরগুনা
৬২।	পিরোজপুর জেলা স্টেডিয়াম।	পিরোজপুর
৬৩।	বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর স্টেডিয়াম, ঝালকাঠি।	ঝালকাঠি
৬৪।	আব্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়াম, বরিশাল।	বরিশাল
	উপজেলা স্টেডিয়াম (৫টি)	
১।	বেগমগঞ্জ উপজেলা স্টেডিয়াম।	নোয়াখালী
২।	সেনবাগ উপজেলা স্টেডিয়াম।	নোয়াখালী
৩।	শান্তাহার উপজেলা স্টেডিয়াম।	বগুড়া
৪।	শিবগঞ্জ উপজেলা স্টেডিয়াম।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৫।	লালপুর উপজেলা স্টেডিয়াম।	নাটোর
	হকি স্টেডিয়াম (০১টি)	
১।	মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম।	পল্টন, ঢাকা
	ইনডোর নেট প্রাকটিস (০৭টি)	
১।	মিরপুর ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।	মিরপুর, ঢাকা
২।	রাজশাহী ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।	সদর, রাজশাহী
৩।	বগুড়া ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।	সদর, বগুড়া
৪।	চট্টগ্রাম ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।	সদর, চট্টগ্রাম
৫।	খুলনা ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।	সদর, খুলনা
৬।	সিলেট ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।	লাক্কাতুরা, সিলেট
৭।	নারায়ণগঞ্জ ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।	ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ
	(কাবাডি স্টেডিয়াম ১টি)।	
১।	পল্টন কাবাডি স্টেডিয়াম	পল্টন, ঢাকা
	(বাস্কেটবল স্টেডিয়াম ১টি)।	
১।	ধানমন্ডি বাস্কেটবল স্টেডিয়াম	ধানমন্ডি, ঢাকা
	(বক্সিং স্টেডিয়াম ১টি)।	
১।	পল্টন মোহম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়াম, ঢাকা	পল্টন, ঢাকা
	(হ্যান্ডবল স্টেডিয়াম ১টি)।	
১।	পল্টন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী হ্যান্ডবল স্টেডিয়াম	পল্টন, ঢাকা
	(ভলিবল স্টেডিয়াম ১টি)।	
১।	পল্টন ভলিবল স্টেডিয়াম	পল্টন, ঢাকা
	(শ্যুটিং স্টেডিয়াম ১টি)।	
১।	গুলশান শ্যুটিং কমপ্লেক্স	গুলশান, ঢাকা
	টেনিস কমপ্লেক্স (০২টি)	
১।	ঢাকাস্থ রমনা টেনিস কমপ্লেক্স।	রমনা, ঢাকা
২।	রাজশাহী জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্স।	রাজশাহী
	ইনডোর স্টেডিয়াম (০২টি)	
১।	শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়াম।	মিরপুর, ঢাকা।
২।	শেখ কামাল ইনডোর স্টেডিয়াম।	মাগুরা।
	(রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স ১টি)।	
১।	পল্টন শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স	পল্টন, ঢাকা
	মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (০৫টি)	
১।	ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।	ধামনন্ডি, ঢাকা
২।	চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।	চট্টগ্রাম
৩।	রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।	রাজশাহী
৪।	খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।	খুলনা
৫।	গোপালগঞ্জ জেলা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।	গোপালগঞ্জ

	জিমন্যাসিয়াম (৩০টি)	ধানমন্ডি, ঢাকা
১।	সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স জিমন্যাসিয়াম	ধানমন্ডি, ঢাকা
২।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন সংলগ্ন জিমন্যাসিয়াম	পল্টন, ঢাকা
৩।	ফরিদপুর জেলা জিমন্যাসিয়াম	ফরিদপুর
৪।	ময়মনসিংহ জেলা জিমন্যাসিয়াম	ময়মনসিংহ
৫।	জামালপুর জেলা জিমন্যাসিয়াম	জমালপুর
৬।	টাঙ্গাইল জেলা জিমন্যাসিয়াম	টাঙ্গাইল
৭।	গোপালগঞ্জ মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স জিমন্যাসিয়াম।	গোপালগঞ্জ
৮।	নোয়াখালী জেলা জিমন্যাসিয়াম	নোয়াখালী
৯।	চট্টগ্রাম জেলা জিমন্যাসিয়াম	চট্টগ্রাম
১০।	কুমিল্লা জেলা জিমন্যাসিয়াম	কুমিল্লা
১১।	রাঙ্গামাটি জেলা জিমন্যাসিয়াম	রাঙ্গামাটি
১২।	বান্দরবান জেলা জিমন্যাসিয়াম	বান্দরবান
১৩।	খাগড়াছড়ি জেলা জিমন্যাসিয়াম	খাগড়াছড়ি
১৪।	ফেনী জেলার সদর জিমন্যাসিয়াম	ফেনী
১৫।	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া জিমন্যাসিয়াম	চট্টগ্রাম
১৬।	রাজশাহী জেলা জিমন্যাসিয়াম	রাজশাহী
১৭।	রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স জিমন্যাসিয়াম	রাজশাহী
১৮।	পাবনা জেলা জিমন্যাসিয়াম	পাবনা
১৯।	বগুড়া জেলা জিমন্যাসিয়াম	বগুড়া
২০।	কুষ্টিয়া জেলা জিমন্যাসিয়াম	কুষ্টিয়া
২১।	যশোর জেলা জিমন্যাসিয়াম	যশোর
২২।	খুলনা জেলা জিমন্যাসিয়াম	খুলনা
২৩।	খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স জিমন্যাসিয়াম	খুলনা
২৪।	রংপুর জেলা জিমন্যাসিয়াম	রংপুর
২৫।	দিনাজপুর জেলা জিমন্যাসিয়াম	দিনাজপুর
২৬।	বরিশাল জেলা জিমন্যাসিয়াম	বরিশাল
২৭।	পটুয়াখালী জেলা জিমন্যাসিয়াম	পটুয়াখালী
২৮।	সিলেট জেলা জিমন্যামিয়াম	সিলেট
২৯।	সিলেট আবুল মাল আব্দুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্সের জিমন্যাসিয়াম।	সিলেট
৩০।	পেকুয়া উপজেলা জিমন্যাসিয়াম	পেকুয়া, কক্সবাজার
	সুইমিংপুল (২১টি)	
১।	সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্স	মিরপুর, ঢাকা
২।	সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স সুইমিংপুল	ধানমন্ডি, ঢাকা
৩।	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স সুইমিংপুল	পল্টন, ঢাকা।
৪।	বরিশাল জেলা সুইমিংপুল	বরিশাল
৫।	যশোহর জেলা সুইমিংপুল	যশোহর

৬।	পাবনা জেলা সুইমিংপুল	পাবনা
৭।	বগুড়া জেলা সুইমিংপুল	বগুড়া
৮।	রাজশাহী জেলা সুইমিংপুল	রাজশাহী
৯।	রাজবাড়ী জেলা সুইমিংপুল	রাজবাড়ী
১০।	ময়মনসিংহ জেলা সুইমিংপুল	ময়মনসিংহ
১১।	মুন্সিগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল	মুন্সিগঞ্জ
১২।	চাঁদপুর জেলা সুইমিংপুল	চাঁদপুর
১৩।	ফেণী জেলা সুইমিংপুল	ফেণী
১৪।	সিলেট জেলা সুইমিংপুল	সিলেট
১৫।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১৬।	গোপালগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল	গোপালগঞ্জ
১৭।	কুষ্টিয়া জেলা সুইমিংপুল	কুষ্টিয়া
১৮।	খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স সুইমিংপুল	খুলনা
১৯।	রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স সুইমিংপুল	রাজশাহী
২০।	গোপালগঞ্জ মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স সুইমিংপুল	গোপালগঞ্জ
২১।	সিলেট আবুল মাল আব্দুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স সুইমিংপুল।	সিলেট

৭. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব উৎস হতে আয়ের বিস্তারিত হিসাব বিবরনী (২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭)

ক্রঃ	প্রাপ্তির খাত সমূহ	প্রাপ্ত টাকা ২০১৫-২০১৬	প্রাপ্ত টাকা ২০১৬-২০১৭	মন্তব্য
১	গেট মানি ১৫%	৩৭,৪৫,০০০.০০	-	
২	পরিষদের আওতাধীন দোকান ভাড়া	৬,৪৭,৩৭,৯৭৯.০০	৬,২১,২৭,৮২৮.০০	
৩	এন.এস.সি.টাওয়ারের ফ্লোর ভাড়া	৭,৮৫,১৭,৬০৪.৬৫	৭,৬২,৫৯,৭৪৮.৭৫	
৪	এন.এস.সি.টাওয়ারের জ্বালানী	৫,৮৭,৩৩৫.৭১	১,৭৮,৬৩৬.৬৫	
৫	পরিষদের আওতাধীন দোকানের পূর্ণবন্টন ফি	৭০,১৮,২৬৬.০০	১,২৮,২২,৭৩৪.০০	
৬	ডোনেশন/সেলামী	৯৫,৭৮,৮৪০.০০	১০,২৫,৮৬০.০০	
৭	বার্থরুম ইজারা	১৬,৯০,৮৭০.০০	২৩,৯৯,৪০০.০০	
৮	গেইট/কারপার্ক ইজারা	৮,৪৫,০০০.০০	৪৪,০০,০০০.০০	
৯	বিজ্ঞাপন	৪০,০০০.০০	২,৩০,০০০.০০	
১০	ক্রীড়াজগত পত্রিকা বিক্রি	১,৭৩,৭৬৭.০০	১,৮৬,৪৩১.০০	
১১	ক্রীড়াজগত পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বাবদ	২,৯৭,৮৬৯.০০	৭,৯৮,৮১৮.০০	
১২	ঠিকাদার তালিকাভূক্ত/নবায়ন ফি	৪,৬২,৬৫০.০০	৩,৩৪,১০০.০০	
১৩	ঠিকাদার তালিকাভূক্ত ফরম বিক্রি	৭৮,০০০.০০	৩,৮৮,৭৫০.০০	
১৪	দরপত্র বিক্রি	৪,৫৩,৫০০.০০	৬,১৯,৫০০.০০	
১৫	হলরুম/মাঠ/গাড়ী/হোষ্টেল সিট ভাড়া	৪৫,১৫,৯২২.০০	৭৫,২২,১০০.০০	
১৬	উৎসে কর	১,১৪,০৫০.০০	৩,৭১,৬৭২.০০	
১৭	ভ্যাট	৪০,৮৮,৭৬৩.৭০	৫১,৯২,৮১৮.৫০	

১৮	অগ্রিম সমন্বয়	২,৪৯,০২৯.৩৫	-	
১৯	ঋণ অগ্রিম সমন্বয় কর্মকর্তা, কমচারী	৭৮,৭৪,৬৭৯.৫৩	৯১,৩৪,০৭৯.৩২	
২০	অকেজো মালামাল বিক্রি	-	২,০৭,১০৮.০০	
২১	বিবিধ/অন্যান্য	২৫,৭১,৭৫০.১৭	৪৬,৬১,৯৩১.৮৯	
২২	বিদ্যুৎ বিল +	৪,১৩,৯৬,৬২৪.০০	৩,৮৩,৫০,০২৪.০০	
	সর্বমোট আদায় =	২২,৯০,৩৭,৫০০.১১	২২,৭২,১১,৫৪০.১১	

২০১৬-২০১৭ সালের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন'২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি ।

ক্রঃ নং	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের মেয়াদ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে জুন'১৬ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৬-১৭ সালের এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি (২০১৬-১৭)	আর্থিক অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
				মূল (রাজস্ব)	সংশোধিত	২০১৬-১৭ সালের জুন'১৭ পর্যন্ত অবমুক্ত (বরাদ্দের%)	২০১৬-১৭ সালের জুন'১৭ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত জুন'১৭ পর্যন্ত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	শুরু থেকে জুন'১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১১	১২
	চলতি প্রকল্প									
১	ক) সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরন (সংশোধিত) প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১২ হতে ৩১-১২-২০১৬খ্রিঃ।	মূঃ ৮৭৪২.৪৮ সং ০৩১১.৫৫	৯২৬৪.০০	১০০০.০০ (-)	১০০০.০০ (-)	১০০০.০০ (১০০%)	৯৪৮.২১ (৯৪.৮২%)	১০২১২.২১ (৯৯.০৪%)	১০০%।	কাজ সমাপ্ত।
২	ক) দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্প। (৩৪টি জেলা) খ) ০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭খ্রিঃ।	মূঃ ১১০১৬.৪৭ সং ১২০৩৮.৯২	১১৭৩৮.৭৪	৩০০.০০ (-)	৩০০.০০ (-)	২৪৬.৪৯ (৮২.১৬%)	২৪৬.৪৯ (৮২.১৬%)	১১৯৮৫.২৩ (৯৯.৫৫%)	১০০%	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। গাজীপুর, যশোর এবং নারায়নগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত।
৩	ক) "নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ (সংশোধিত)" প্রকল্প। খ) ০১-১০-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৮খ্রিঃ)। (নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম কম্পোন্যান্ট ব্যয়ঃ ৩৯০৪.৬১ লক্ষ, নীলফামারী জেলা স্টেডিয়াম কম্পোন্যান্ট ব্যয়ঃ ১৪০২.৬৪ লক্ষ, রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স কম্পোন্যান্ট ব্যয়ঃ ৩৮২৫.৮৬ লক্ষ টাকা)	মূ ৬৯৯৫.৫৬ ১ম সং৭৬৩৮.৪৯ ২য় সং- ৯২৯৭.১৪ বিশেষ ৯৩৫১.৩৯	৫৫০০.০০	২১৩৮.০০ (-)	৩৪৯৫.০০ (-)	৩৪৯৫.০০ (১০০%)	৩৪৯৫.০০ (১০০%)	৮৯৯৫.০০ (৯৬.১৯%)	৯৭%	নেত্রকোণা ও নীলফামারী জেলা স্টেডিয়ামের কাজ শেষ পর্যায়ে (বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%)। সংশোধিত প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত নতুন অংগের কাজ চলমান।

৪	ক) কিশোরগঞ্জ জেলার শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং ভৈরব উপজেলায় শহীদ আইভী রহমান স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প। (কিশোরগঞ্জ সৈয়দ নজরুল স্টেডিয়াম ১৬১৭.২২ লক্ষ, ভৈরব উপজেলা স্টেডিয়াম-৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা) খ) ০১-১০-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৭খ্রিঃ।	মূল ২৪৬২.১৫ সং ২৬৬৪.৭৩	৯১৮.০০	১৩৪৬.০০ (২.০০)	১৫৪৪.০০ (২.০০)	১৫৪৪.০০ (১০০%)	১৫৪৪.০০ (১০০%)	২৪৬২.০০ (৯৯.৯৯%)	৯৯.৯৯%	নির্মাণ কাজ চলছে। কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়ামের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং ভৈরব শহীদ আইভি রহমান স্টেডিয়ামের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৫০%। গত ০৪-০৬-২০১৭খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে।
৫	ক) কুমিল্লা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম (কুমিল্লা স্টেডিয়াম) উন্নয়ন এবং সুইমিংপুল নির্মাণ প্রকল্প খ) ০১-০১-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৭খ্রিঃ (প্রস্তাবিত জুন'২০১৮)।	মূল ২৩৯৯.৯৫ সং-২৮৭৮.৪৮	৮০০.০০	১৬০০.০০ (১২.০০)	১৬০০.০০ (২৪.০০)	১৫৭৬.৪৩ (৯৮.৫৩%)	১৫৭৬.৪৩ (১০০%)	২৩৭৬.৪৩ (৯৯.০২%)	৯৯.৫০%	নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৫০%। স্টেডিয়ামটিকে পূর্নাঙ্গ গ্যালারী করার জন্য অবশিষ্ট গ্যালারী নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত করে আরডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৫-০৫-২০১৭খ্রি: তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আরডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে।

৬	ক) "নাটোর ও গাইবান্ধা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ" প্রকল্প। (নাটোর ব্যয়ঃ ৫৭৩.২৮ লক্ষ, ভৈরব স্টেডিয়াম ব্যয়ঃ ৫৭৩.২৮ লক্ষ টাকা) খ) ০১-০১-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৭খ্রিঃ (প্রস্তাবিত জুন'২০১৮)।	মূল ১১৬২.৫৫ সং-১৫০৭.৯৩	৫০০.০০	৬৬৩.০০ (৬.০০)	৪০০.০০ (১৬.০০)	৪০০.০০ (১০০%)	৪০০.০০ (১০০%)	৯০০.০০ (৭৭.৪২%)	৭৮%	নাটোর ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলছে (বাস্তব অগ্রগতি ১০০%)। গাইবান্ধা ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ অন্তর্ভুক্ত করে আরডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৮-০৫-২০১৭খ্রিঃ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন।
৭	ক) "চট্টগ্রাম বিভাগীয় সদরে সুইমিং পুল নির্মাণ" প্রকল্প। খ) ০১-০২-২০১৬ হতে ৩০-০৯-২০১৭খ্রিঃ।	১১৮০.০৯	-	১১৩৫.০০ (১৫.০০)	৮৫২.০০ (১৫.০০)	৮৫২.০০ (১০০%)	৮৫২.০০ (১০০%)	৮৫২.০০ (৭২.২০%)	৭৫%	নির্মাণ কাজ চলছে। বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।
৮	ক) "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)" প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮খ্রিঃ।	৫৫৬৪.০৭	-	৩৮১৯.০০ (১৩.০০)	১৯১০.০০ (৭.০০)	১৯০৯.৫০ (৯৯.৯৭%)	১৯০৯.৫০ (৯৯.৯৭%)	১৯০৯.৫০ (৩৪.৩২%)	৩৫%	নির্মাণ কাজ চলছে। বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%।
৯	ক) "রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিদ্যমান হোস্টেলসমূহ মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন-১ম সংশোধিত" প্রকল্প। খ) ০১-১১-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৭খ্রিঃ।	১৭৮৩.৭৪ সং ২২২৫.৫৭	-	১৭৮৩.৭৪ (২২৫.৭১)	২২২৬.০০ (৩০৮.০০)	২২২৫.৬০ (৯৯.৯৮%)	২২২৫.৫৭ (৯৯.৯৮%)	২২২৫.৫৭ (৯৯.৯৮%)	১০০%	কাজ সমাপ্ত।

১০	ক) "মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ঢাকা, খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ এবং জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম এর সংস্কার ও উন্নয়ন" প্রকল্প। খ) ০১-১০-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৭খ্রিঃ।	৪৯৬.০০	-	-	০.০০ (৪৯৬.০০)	৪৯৬.০০ (১০০%)	৪৯৬.০০ (১০০%)	৪৯৬.০০ (১০০%)	১০০%	কাজ সমাপ্ত।
১১	ক) "মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামের ড্রেনেজ সিস্টেমের আধুনিকায়ন ও আর্ন্তজাতিকমান সম্পন্ন ফ্লাড লাইট স্থাপন" প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০১৮খ্রিঃ।	১০৪৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	০৯-০৪-২০১৭খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে NOA প্রদান করা হয়েছে। কাজ শুরু করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১২	ক) "ময়মনসিংহ, রংপুর, পটুয়াখালী, বগুড়া ও বরগুনা জেলায় শুটিং রেঞ্জ নির্মাণ" প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০১৮খ্রিঃ।	৯৫৬.২২	-	-	-	-	-	-	-	০৯-০৪-২০১৭খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	মোট =	-	২৮৭২০.৭৪	১৩৭৮৪.৭৪ (২৭৩.৭১)	১৩৮২৩.০০ (৮৬৮.০০)	১৩৭৪৫.০২ (৯৯.৪৪%)	১৩৬৯৩.২০ (৯৯.০৬%)	৪২৪১৩.৯৪	-	

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ২০১৬-২০১৭ সালের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা

১. ২৭ আগস্ট হতে ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত AFC Women's championship-২০১৭ (Qualifers) ফুটবল খেলা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২. ২৪-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত অ-১৮ এশিয়া কাপ হকি টুর্ণামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. ২৬ সেপ্টেম্বর হতে ০১ অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাথে আফগানিস্তান ক্রিকেট দলের মধ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ০৭ অক্টোবর হতে ০১ নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ বনাম ইল্যান্ডের মধ্যে ৩টি ওয়ানডে এবং ২টি টেস্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ০৯-১৩ অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত IHF Trophy-২০১৬ Zone II (Men's & Women's) আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল টুর্ণামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৬. ০৭-১৯ নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৭. ২৫ নভেম্বর হতে ০২ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যাঙ্গল গ্রুপ এশিয়ান অনুর্ধ্ব-১৪ টেনিস প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৮. ০৩-০৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বিকেএসপি এশিয়ান অ-১৪ টেনিস প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

৯. ০৬-১৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইউনেস্কো সানরাইজ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১০. ১২-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইনকনট্রেড লিমিটেড বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল জুনিয়র ব্যাডমিন্টন-২০১৬ টুর্ণামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১১. ২২-২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু এশিয়ান সিনিয়র পুরুষ সেন্ট্রাল জোন আন্তর্জাতিক ভলিবল টুর্ণামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১২. ০৪-০৭ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৩২তম বাংলাদেশ এ্যামেচার গলফ আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৩. ০৯-২১ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দলের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা ক্রিকেট দলের ৫টি এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. ২৬-৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ ১ংঃ ওঝঝঋ আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৭ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫. ০১-০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৩২তম বসুন্ধরা বাংলাদেশ ওপেন গলফ চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৬. ১৭-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৪র্থ রোলবল বিশ্বকাপ-১৭ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৭. ১৮ ফেব্রুয়ারি, হতে ০২ মার্চ, শেখ রাসেল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৮. ১৮ ফেব্রুয়ারি, হতে ০২ মার্চ, শেখ রাসেল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯. ২০-২৭ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত "২য় টি-২০ এশিয়া বধির ক্রিকেট চ্যাম্পিয়শীপ" বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২০. ২৫ মার্চ হতে ০৫ এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত ইমার্জিং (অনুর্ধ্ব-২৩) এশিয়া কাপ ক্রিকেট বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও বক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়।

২১. ০৩ মে, ২০১৭ ঢাকায় আবাহনী বনাম ভারতের ব্যাঙ্গলুরের মধ্যে এএফসি ক্লাব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩১ মে, ২০১৭ ভারতের মোহন বাগানের সাথে আবাহনী ক্লাব কাপ প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৬-২০১৭ সালের অর্জিত আন্তর্জাতিক সাফল্য

১. ০৩-১৮ জুলাই, ২০১৬ পর্যন্ত রাশিয়ার ইয়াকুলিয়ায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ চিল্ড্রেন অব এশিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস গেমস-২০১৬ তে বাংলাদেশের ২জন আরচ্যার রাদিয়া আক্তার শাপলা এবং হাকিম আহমেদ রুবেল ২টি স্বর্ণ এবং শ্যুটিং এ সিলভার পদক অর্জন করে।

২. ২০-২৬ জুলাই, ২০১৬ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠিত ১৪তম দুবাই আন্তর্জাতিক জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ক্ষুদে দাবারু ফাহাদ রহমান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন।

৩. ২৭ আগস্ট হতে ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত এএফসি অনুর্ধ্ব-১৬ ফুটবল প্রতিযোগিতায় মহিলা চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৭ এর বাছাইপর্বে বাংলাদেশ অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা/গৌরব অর্জন করে।

৪. ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ভারতের মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত দুরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১৯ কিঃমিঃ দূরত্বে পুরুষ ইভেন্টে বাংলাদেশ সাঁতারু ফয়সাল ১ম, পলাশ চৌধুরী ২য়, ৮১ কিঃমিঃ দুরত্বে সাঁতারু মনিরুল ইসলাম ২য় এবং ১৯ কিঃমিঃ মহিলা ইভেন্টে নাজমা খাতুন ৩য় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

৫. ১২-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত কিরগিজস্তানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতার জোনাল বাছাই পর্বে বাংলাদেশ ভলিবল দল রানার্সআপ হয়ে ২য় পর্বের খেলায় গৌরব অর্জন করে।

৬. ২৪-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব-১৮ এশিয়ান হকি টূর্ণামেন্টে বাংলাদেশ হকি দল রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৭. ২৫ সেপ্টেম্বর হতে ০১ অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত ঢাকায় বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তান এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ৩টি ১দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সিরিজে বাংলাদেশ দল ১ম ম্যাচে ৭ রানে এবং ৩য় ম্যাচে ১৪১ রানে আফগানিস্তানকে হারিয়ে ২-১ এ সিরিজ জয় করে।

৮. ০৭ অক্টোবর হতে ০১ নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩টি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে এবং ২টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ২য় ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডকে ৩৪ রানে হারিয়ে জয় লাভ করে এবং ২টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ২য়টিতে ১০৮ রানে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ১-১ ম্যাচে টেষ্ট সিরিজ ড্র-করে। এ সিরিজে কয়েকজন খেলোয়াড়ের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

৯. ০৯ -১৩ অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত IHF Trophy-2016 Zone II (Men's & Women's) আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশের হ্যান্ডবল দল উভয় গ্রুপে (বালক ও বালিকা) রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১০. ২০-২২ অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান সুইমিং চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের সাঁতারু আরিফুল ইসলাম ২টি স্বর্ণ ও ২টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

১৯. ১৯-২৭ নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত হংকংয়ে অনুষ্ঠিত ৫ম পুরুষ এএইচএফ কাপ হকি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ হকি দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২০. ২৪ নভেম্বর থেকে ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এশিয়া মহিলা T-20 ক্রিকেটে বাংলাদেশ মহিলা দল থাইল্যান্ড-কে ৩৫ রানে এবং নেপালকে ৯২ রানে হারায়।

২১. ০৩-০৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ইরানের তেহেরানে অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়ান এ্যায়ারগান চ্যাম্পিয়নশীপ ১০ মিটার এয়ার রাইফে (পুরুষ) জুনিয়র ইভেন্টে দলগত ভাবে রৌপ্য এবং ১০ মিটার এয়ার রাইফে (মহিলা) ইয়ুথ ইভেন্টে দলগত ভাবে রৌপ্য পদক অর্জন করে।

২২. ১২-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ইনকনট্রেড লিমিটেড বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল জুনিয়র ব্যাডমিন্টন ২০১৬-তে বাংলাদেশ মহিলা দল (একক) চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ, মহিলা (দ্বৈত) চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স

আপ এবং মিশ্র (দ্বৈত) চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২৩. ১২ ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব-১৪ সুপার মক ফুটবল খেলায় বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-১৪ ফুটবল দল পেট পর্বে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২৪. ১৩-১৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত কাতারের রাজধানী দোহতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপ এবং ৪র্থ ইন্টারন্যাশনাল কাপ ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশীপ বাংলাদেশ ওয়েট লিপটার মাবিয়া আক্তার ২টি স্বর্ণ ও ১টি সিলভার এবং জহুরা আক্তার রেসমা ৩টি স্বর্ণ পদক অর্জন করে।

২৫. ২২-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু এশিয়ান সিনিয়র সেন্ট্রাল জোন ইন্টারন্যাশনাল ভলিবল টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ ভলিবল দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২৬. ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে ০৪ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ভারতের শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত সাফ ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৬ বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ফুটবল দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২৭. ০৯-২১ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা ক্রিকেট দলের মধ্যে ৫টি ওডিআই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ৩য় ম্যাচে ১০ রানে জয় লাভ করে।

২৮. ২৬-৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত 1st ISSF ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ আরচ্যার দল (বালক ও বলিকা) ৬টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ২টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।

২৯. ০১-০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা বাংলাদেশ ওপেন আন্তর্জাতিক গলফ চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের গলফার সিদ্দিকুর রহমান রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৩০. ০৩-২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ বাছাই টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ১ম ম্যাচে পাপুয়া নিউগিনিকে ১১৮ রানে, আয়ারল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সুপার সিক্সে উঠে, সুপার সিক্সকে আয়ারল্যান্ডকে ৭ উইকেটে বাংলাদেশ দল হারায়।

৩১. ১৭-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৪র্থ রোলবল বিশ্বকাপ-১৭ চ্যাম্পিয়শীপে বাংলাদেশ বালক দল ৪র্থ স্থান এবং বালিকা দল ৭ম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

৩২. ০৭ মার্চ হতে ০৬ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে ২টি টেষ্ট ম্যাচে ১-১ ড্র হয়, ৩টি ওয়ানডের ম্যাচের মধ্যে ১-১ ড্র হয়। উল্লেখ্য ১০০তম টেষ্ট ম্যাচে শ্রীলংকার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জয়ী হয়।

৩৩. ১৫-২৭ মার্চ, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অষ্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকস উইন্টার ওয়ার্ল্ড গেমসের ইউনিফায়েড ফ্লোর হকিতে বাংলাদেশ নারী হকি দল চ্যাম্পিয়ন ও পুরুষ হকি দল রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৩৪. ১৯-২৬ মার্চ, ২০১৭ থাইল্যান্ডে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকিং আরচ্যারী টুর্ণামেন্ট স্টেজ-২-তে বাংলাদেশের আরচ্যার রিকার্ভ মহিলা এককে শ্যামলী রায় ব্রোঞ্জপদক এবং মহিলা দলগত রোকসানা আক্তার, সুস্মিতা বনিক ও বন্যা আক্তার সিলভার পদক অর্জন করে।

৩৫. ১৯-২৭ মার্চ, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান জোনাল দাবা চ্যাম্পিয়নশীপে ওপেন দাবা বিভাগে বাংলাদেশের গ্র্যান্ড মাষ্টার আব্দুল্লাহ আল রাকিব অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণপদক, গ্র্যান্ড মাষ্টার জিয়াউর রহমান রানার আপ হয়ে রৌপ্য পদক এবং গ্র্যান্ড মাষ্টার নিয়াজ মোর্শেদ তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন এবং মহিলা বিভাগে আন্তর্জাতিক মহিলা মাষ্টার রাণী হামিদ চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণপদক জয় করেন, আন্তর্জাতিক মহিলা মাষ্টার শামীমা সাত্তার লিজা রানার আপ হয়ে রৌপ্য পদক, মহিলা ফিদে মাষ্টার নাজরানা খান ইভা তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে।

৩৬. ২০-২৭ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত "২য় টি-২০ এশিয়া বধির ক্রিকেট চ্যাম্পিয়শীপ" বাংলাদেশ দল রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৩৭. ০৩-১১ এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত)-এ অনুষ্ঠিত বিএফএএমই জোনাল ব্রীজ চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৭তে বাংলাদেশ ব্রীজ দল রানার-আপ হয়ে বিশ্বকাপ ব্রীজ চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৩৮. ২২-২৫ এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত থাইল্যান্ড ওপেন কারাতে দো চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ কারাতে খেলোয়াড় সেনোয়ারা আক্তার বুলবুলি মাইনাস ৬৮ কেজি ওজন শ্রেণীতে রৌপ্য পদক অর্জন করে।

৩৯. ২৮-৩০ এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত ভারতের সিরাট শহরে অনুষ্ঠিত ৭ম দক্ষিণ এশিয়া হাকুয়াকাই কারাতে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কারাতে দল ৮টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ১টি তাম্র পদক অর্জন করে।

৪০. ০৬-০৭ মে, ২০১৭ পর্যন্ত ফিলেডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের হাসান কবির ও রায়হান জামান রানা উভয়ে ২টি স্বর্ণ পদক অর্জন করে।

৪১. ১০-১২ মে, ২০১৭ পর্যন্ত আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে বাংলাদেশের শ্যুটার আব্দুল্লাহ হেল বাকি ও আতকিয়া হাসান দলগত ১০মি এয়ার রাইফেলে স্বর্ণ পদক ও রাব্বি হাসান ১০মিঃ এয়ার রাইফেলে সিলভার এবং কুস্তিতে শিরিন আক্তার ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে।

৪২. ১৩-২০ মে, ২০১৭ পর্যন্ত নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডতে অনুষ্ঠিত আই টি এফ এশিয়ান অনুর্ধ্ব-১২ বছর দলগত টেনিস প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ বালক টেনিস দল চ্যাম্পিয়ন এবং বালিকা দল ৪র্থ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৪৩. ১৯-২৩ মে, ২০১৭ পর্যন্ত মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত ৫ম সাউথ এশিয়ান (সাবা) বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ বাস্কেটবল দল রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৪৪. ১২-২৪ মে, ২০১৭ পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আয়ারল্যান্ডকে ৮ উইকেটে এবং নিউজিল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারানোর গৌরব অর্জন করে।

৪৫. ২৬-২৮ মে, ২০১৭ পর্যন্ত ভূটানে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক কিরোগি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক তায়কোয়ানডো পুমসে চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো দল ৩টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ৩টি তাম্র পদক অর্জন করে।

৪৬. ০১-১৮ জুন, ২০১৭ পর্যন্তে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে বাংলাদেশ দল 'এ' গ্রুপে অষ্ট্রেলিয়ায় সাথে বৃষ্টির কারণে ১ পয়েন্ট এবং নিউজিল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারিয়ে মোট ৩ পয়েন্ট পেয়ে রানার-আপ হয়ে সেমি ফাইনালে উঠার গৌরব অর্জন করে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অফ স্পোর্টস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের একটি প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস (বিআইএস) নামে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সরকারের একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' (বিকেএসপি) নামে এর পুনঃনামকরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচনা করার পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশকে প্রতিষ্ঠিত করার নিরলস প্রচেষ্টায় নিবেদিত রয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

অবস্থান :

সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং ঢাকা ইপিজেড এর উত্তর দিকে নবীনগর-কালিয়াকৈর সংযোগ সড়ক ধরে ০৯ কিলোমিটার দূরত্বে সড়কের পশ্চিম পাশে জিরানীতে ১১৫ একর জমির উপর মনোরম পরিবেশে বিকেএসপি'র অবস্থান। ঢাকার জিরো পয়েন্ট হতে সড়ক পথে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ :

১৯৮৩ সালের ২রা অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৫৮ বলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস) বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) নামকরণ করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়। সরকার প্রতিষ্ঠানটির নীতি নির্ধারণ ও সামগ্রিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য অধ্যাদেশের আওতায় একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়।

পরিচালনা পর্ষদ :

ক)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	চেয়ারম্যান
খ)	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
গ)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঘ)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঙ)	চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডিস অব ক্যাডেট কলেজেস, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
চ)	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ছ)	চেয়ারম্যান, আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
জ)	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঝ)	মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঞ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদাধিকার বলে	-	সদস্য-সচিব

উদ্দেশ্য :

ক) সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের বয়সভিত্তিক ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

খ) ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে পরিকল্পিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

গ) ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ নিশ্চত করতে ক্রীড়া বিষয়ক এবং সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের

শিক্ষিত খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, সংগঠক ও ক্রীড়াবিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা।

ঘ) নতুন প্রজন্মকে ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা এবং তাদের মাঝে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ঙ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য ক্রীড়া প্রতিভা শনাক্ত করা।

চ) বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ছ) জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কৌশলগত ও বিজ্ঞানসম্মত সহায়তা প্রদান করা।

জ) ক্রীড়াবিদদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এ বিষয়ে সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আধুনিক প্রশিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

ঝ) সকল সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষকদের প্রাথমিকভাবে ধারাবাহিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া বিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :

ক) দেশের উদীয়মান ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই করে বিজ্ঞানভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ ও সুবিধাদি প্রদান করা এবং সেই সাথে তাদের স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।

খ) দেশে দক্ষ কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

গ) দেশে বিদ্যমান কোচ, রেফারি ও আম্পায়ারদের কলাকৌশলগত মান বৃদ্ধি করা।

ঘ) আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণের পূর্বে জাতীয় দলসমূহকে যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণে সুযোগ প্রদান করা।

ঙ) কোচ, রেফারি ও আম্পায়ারদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা;

চ) ক্রীড়া সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;

ছ) ক্রীড়া বিষয়ে পুস্তক, সাময়িকী, বুলেটিন ও সমসাময়িক তথ্য সংক্রান্ত প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

জ) অধ্যাদেশে বর্ণিত কার্যাবলি বাস্তবায়নের স্বার্থে সহায়ক সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

সাংগঠনিক কাঠামো :

বিকেএসপি একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে একটি পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ)। মহাপরিচালক এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অধ্যক্ষ মহাপরিচালককে সহায়তা করে থাকেন।

বিকেএসপিতে বর্তমানে মোট জনবলের সংখ্যা :

ক্রমিক	বিবরণ	জনবলের সংখ্যা
ক)	রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা-কর্মচারী	৩৩১ জন
ঘ)	দৈনিক সম্মানী ভিত্তিক কর্মকর্তা	৩৩ জন
ঙ)	দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারী	১৩৫ জন

ক্রীড়া বিভাগ :

ক্রমিক	ক্রীড়া বিভাগ
ক)	আর্চ্যারি
খ)	এ্যাথলেটিক্স
গ)	বাস্কেটবল
ঘ)	বক্সিং
ঙ)	ক্রিকেট
চ)	ফুটবল
ছ)	জিমন্যাস্টিক্স
জ)	হকি
ঝ)	জুডো

ক্রমিক	ক্রীড়া বিভাগ
ঞ)	কারাতে
ট)	শ্যুটিং
ঠ)	সাঁতার
ড)	টেবিল টেনিস
ঢ)	তায়কোয়ান্ডো
ণ)	টেনিস
ত)	উশু
থ)	ভলিবল

ছাত্র সংখ্যা :

বিকেএসপিতে ক্রীড়াশৈলী অর্জনের সাথে সাথে ৪র্থ শ্রেণি হতে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেয়া হয়। এটি একটি সম্পূর্ণ আবাসিক প্রতিষ্ঠান। বিকেএসপির (০৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ) ১৭টি ক্রীড়া বিভাগে বর্তমানে ১১৮ জন ছাত্রীসহ ৭৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। শুধুমাত্র টেনিস, জিমন্যাষ্টিক্স, বক্সিং এবং সাঁতারে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে প্রশিক্ষনার্থী ভর্তি করা হয়। যেহেতু টেনিস, জিমন্যাষ্টিক্স, বক্সিং ও সাঁতারে টপ পারফরমেন্স লেভেল অল্প বয়সে হয়, তাই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিকেএসপির সাফল্য :

ক্র: নং	খেলার নাম	প্রতিযোগিতার নাম ও স্থান	তারিখ	পদক প্রাপ্তি			মন্তব্য
				স্বর্ণ	রৌপ্য	তাম্র	
০১	আর্চারি	চিলড্রেন অব এশিয়া ইন্টারন্যাশনাল গেম, রাশিয়া	৮ জুলাই	১			রাদিয়া আক্তার ও হাকিম আহমেদ যৌথ্যভাবে স্বর্ণজয়ী
		গ্রামীনফোন ৮ম জাতীয় আর্চারি চ্যাম্পিয়নশীপ, টঙ্গী	২৫-২৮ জুলাই	১	২	১	৪র্থ স্থান অর্জন
		দি বেজার বিড়ি লিঃ বিকেএসপি কাপ আর্চারি প্রতিযোগিতা, বিকেএসপি	২৩-২৫ নভেম্বর	১	১	৩	৩য় স্থান অর্জন
০২	এ্যাথলেটিক্স	৪০তম জয়যাত্রা ফাউন্ডেশন জাতীয় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা, ঢাকা	২২-২৪ ডিসেম্বর	১	১	১	
০৩	বাস্কেটবল	২৫তম জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা, রাজশাহী	২০-২৪ আগস্ট				৪টি খেলার মধ্যে ২টিতে জয় ও ২টিতে পরাজয়

		অনুর্ধ-১৮ অকোটেক্স-বিকেএসপি কাপ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা, বিকেএসপি	৬-৮ নভেম্বর	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
		বিজয় দিবস অনুর্ধ-১৮ থ্রি অন থ্রি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা, ঢাকা	৩০ ডিসেম্বর	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
		বিজয় দিবস অনুর্ধ-১৬ থ্রি অন থ্রি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা, ঢাকা	৩০ ডিসেম্বর	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
০৪	বক্সিং	৪৫তম মহান বিজয় দিবস সিনিয়র, জুনিয়র ও বালিকা বক্সিং প্রতিযোগিতা, ঢাকা	১৮-১৯ ডিসেম্বর	৪	৩	-	চ্যাম্পিয়ন
০৫	ক্রিকেট	মহান স্বাধিনতা দিবস সিনিয়র, জুনিয়র বালিকা বক্সিং প্রতিযোগতা, ঢাকা	২৫-২৬ মার্চ	২	৬	-	চ্যাম্পিয়ন
		কর্নেল গুলজার টি-২০ ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, গাজীপুর	১-৯ ডিসেম্বর	- -	- -	- -	৪টি খেলার মধ্যে ২টিতে জয় ও ২টিতে পরাজয়
		ইয়াং টাইগার্স অনুর্ধ-১৮ জাতীয় বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, রংপুর ও রাজশাহী	১২/১২/১৬ হতে ১৩/১/১৭				রানর আপ
		ইয়াং টাইগার্স অনুর্ধ-১৪ জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, কক্সবাজার	৪-২৪ ফেব্রুয়ারি	-	-	-	দ্বিতীয় রাউন্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।
০৬	ফুটবল	৫৭তম সুব্রত কাপ অনুর্ধ-১৪ (বালক) আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা, ভারত	১৫-২৯সেপ্টেম্বর	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
		৫৭তম সুব্রত কাপ অনুর্ধ-১৭ (নারী) আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা, ভারত	০১-০৫ অক্টোবর	-	-	-	কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট
		অনুর্ধ-১৮ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ, শরিয়তপুর	৯-১৮ মার্চ	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
০৭	জিমন্যাস্টিক্স	বর্ষাকালীন জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা, ঢাকা	৩০ জুলাই	৬	৮	৯	
		১ম বিকেএসপি কাপ জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা, বিকেএসপি	২৪ অক্টোবর	৭	৪	৭	ব্যক্তিগত ও দলগত চ্যাম্পিয়ন
০৮	হকি	৪র্থ অনুর্ধ-১৮ এশিয়া কাপ হকি প্রতিযোগিতা, ঢাকা	২০-৩০সেপ্টেম্বর	-	-	-	রানার আপ (জাতীয় দলে বিকেএসপির ১৩ জনের অংশগ্রহণ)
		২৬তম জাতীয় যুব হকি প্রতিযোগিতায়	১৫ জানু- ৬ ফেব্রুয়ারি	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন

০৯	জুডো	১০তম এশিয়ান ক্যাডেট এবং ১৭তম এশিয়ান জুনিয়র জুডো প্রতিযোগিতা, ভারত	৭-৯ সেপ্টেম্বর	-	-	-	কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত (জাতীয় দলের হয়ে ২ জনের অংশগ্রহণ)।
		স্বাধীনতা দিবস জুডো প্রতিযোগিতা, ঢাকা	৩০/০৩/১৭	২	৮	১	
		ভুটান ফ্রেন্ডশীপ জুডো প্রতিযোগিতা, ভুটান	৭-৯ জুন	২	১	৩	-
১০	কারাতে	৭ম আন্তর্জাতিক কারাতে প্রতিযোগিতা, ভারত	২৬-৩০ ডিসেম্বর	৬	১	-	
		জাতীয় মার্শাল আর্ট কারাতে প্রতিযোগিতা, ঢাকা	১৫-১৭ জানুয়ারি	-	১	২	রানার আপ
১১	শ্যুটিং	৬ষ্ঠ চিলড্রেন গেম, রাশিয়া	৯ জুলাই	-	১	-	আবু সুফিয়ান রৌপ্য জয়ী
		২৮তম জাতীয় শ্যুটিং প্রতিযোগিতা, ঢাকা	২৪-৩১ আগস্ট	৩	২	২	৩য়
		মহান বিজয় দিবস শ্যুটিং প্রতিযোগিতা, ঢাকা	১৬ ডিসেম্বর	-	২	১	-
		২য় হামিদুর রহমান ইয়োথ শ্যুটিং প্রতিযোগিতা, ঢাকা	১৪-১৬ জানুয়ারি ২০১৭	৩	২	১	চ্যাম্পিয়ন
		২২তম আন্তঃক্লাব শ্যুটিং প্রতিযোগিতা, বগুড়া	২৮ ফেব্রুয়ারি -০৪ মার্চ	-	৪	-	চ্যাম্পিয়ন
		সুজুকি ৮ম জাতীয় এয়ারগান চ্যাম্পিয়নশীপ, ঢাকা	৩০ মার্চ হতে ০২ এপ্রিল	১	১	২	৩য় স্থান
১২	সাঁতার ও ডাইভিং	সাউথ এশিয়ান এ্যাকুয়াটিক সাঁতার চ্যাম্পিয়নশীপ, শ্রীলংকা	১৯-২২ অক্টোবর	২	১	২	জাতীয় দলের হয়ে ৪ জনের অংশগ্রহণ
		২৮তম জাতীয় সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতা, ঢাকা	২৬-২৯ নভেম্বর	২	৫	১০	৩য়
১৩	টেবিল টেনিস	৩৬তম সাউথ ইস্ট ব্যাংক লি. সিনিয়র জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা, পটুয়াখালী	৩-৮ সেপ্টেম্বর	-	-	-	২ জনের অংশগ্রহণ
		শেখ রাসেল স্কুল টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা, ঢাকা	১৮-২১ অক্টোবর	২	১	-	চ্যাম্পিয়ন
		প্রথম বিভাগ টেবিল টেনিস লীগ, খুলনা	৩০-৩১ ডিসেম্বর	১	-	-	চ্যাম্পিয়ন
		ফেডারেশন কাপ র‍্যাংকিং টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা, ঢাকা	১৯-২২ মার্চ	-	-	-	২ জন অংশগ্রহণ করে জুনিয়র থেকে কোয়ালিফাই করে সিনিয়রে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

		এ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তফা স্মৃতি আমন্ত্রণমূলক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা, চট্টগ্রাম	১৮-২০ মে	-	-	-	-
		সাউথ এশিয়ান টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা, শ্রীলংকা	১৯-২১ মে	-	-	৩	
১৪	টেনিস	১ম ওয়ালটন ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতা, ঢাকা	৩-৮ সেপ্টেম্বর	৫	৬	১	চ্যাম্পিয়ন
		ইউরো গ্রুপ জাতীয় ও আন্ত:ক্লাব টেনিস প্রতিযোগিতা, রমণা, ঢাকা	২৩-৩০ অক্টোবর	৪	৪	১	চ্যাম্পিয়ন
		আইটিএফ অনুর্ধ-১৮ আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস টুর্ণামেন্ট, ঢাকা	০৪-১২ নভেম্বর	-	-	-	আফরানা ইসলাম প্রীতি এই খেলায় ওয়াল্ড র‍্যাংকিং পয়েন্ট অর্জন করেন।
		আইটিএফ অনুর্ধ-১৮ আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস টুর্ণামেন্ট, রাজশাহী	১১-১৯ নভেম্বর	-	-	-	মোঃ ইশতিয়াক এই খেলায় ওয়াল্ড র‍্যাংকিং পয়েন্ট অর্জন করেন।
		১০ম বিকেএসপি এশিয়ান অনুর্ধ-১৪ টেনিস প্রতিযোগিতা, ঢাকা ও বিকেএসপি	২৫ নভেম্বর-০২ ডিসেম্বর	-	-	-	একক ও দ্বৈতে রানার আপ
		আইটিএফ এশিয়ান অনুর্ধ-১৪ ও নীচ আন্তর্জাতিক টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১৭, থাইল্যান্ড	৮-২১ জানুয়ারি	-	-	-	সেমিফাইনালে উন্নীত
		স্বাধীনতা দিবস টেনিস প্রতিযোগিতা, ঢাকা	৮-১৩ মে	৩	৫	-	মহিলা এককে রানার আপ ও চ্যাম্পিয়ন, অ-১৪ ও ১৮ এ রানার আপ ও চ্যাম্পিয়ন, অ-১২ এ রানার আপ, অ-১০ এ ২য় ও ৩য় স্থান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বালক-অ-১৪ এ চ্যাম্পিয়ন, অ-১২ এ চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ, অ-১০ এ রানার আপ।
১৫	তায়কোয়ানডো	ট্রাস্ট ব্যাংক ১৪তম জাতীয় সিনিয়র/ জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা, ঢাকা	১২-১৩ ডিসেম্বর	৭	-	-	চ্যাম্পিয়ন

		১ম টিআইএ ইন্টারন্যাশনাল তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপ, ভারত	২৬-৩০ ডিসেম্বর	৫	-	-	চ্যাম্পিয়ন
		১ম বিকেএসপি কাপ তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা, বিকেএসপি	২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি	৩	২	২	চ্যাম্পিয়ন
১৬	উশু	মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উশু প্রতিযোগিতা, ঢাকা	১-৩ সেপ্টেম্বর	-	-	-	রানার আপ
		শেখ রাসেল ১২তম জাতীয় উশু প্রতিযোগিতা, ঢাকা	২৩-২৫ মে	৫	৩	২	রানার আপ
১৭	ভলিবল	ঢাকা অঞ্চলের জাতীয় যুব ভলিবল প্রতিযোগিতা, গোপালগঞ্জ,	২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন

২০১৬-১৭ আর্থিক সালে এডিপিতে গৃহীত প্রকল্প :

ক) "তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকেএসপি'র বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলির অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প ।

খ) "বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা" শীর্ষক প্রকল্প ।

গ) "বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন অন্তর্ভুক্ত ০৫টি গেমের (টেবিল টেনিস, তায়কোয়ানডো, কারাতে, উশু এবং ভলিবল) অবকাঠামো ও ক্রীড়া সুবিধাদির উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প ।

ঘ) বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন (বরিশাল, দিনাজপুর ও খুলনা) ।

ঙ) বিকেএসপির হকি টার্ফ স্থাপন এবং বিদ্যমান সিনথেটিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাক প্রতিস্থাপন ।

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
০৫টি	৬১,৭৮,০০,০০০/-	৬১,৪৪,৩২,৪৪৮/- ৯৯.৪৫%	৬টি

৪র্থ অনুর্ধ্ব ১৮ এশিয়া কাপ হকি প্রতিযোগিতা-২০১৬ এ বিকেএসপি'র অংশগ্রহণকারী দল

৮ম জাতীয় এয়ারগান শ্যুটিং প্রতিযোগিতা ২০১৭ এ বিকেএসপি'র স্বর্ণ পদক তুরিং দেওয়ান

৮ম জাতীয় এয়ারগান শ্যুটিং প্রতিযোগিতা-২০১৭ এ বিকেএসপি'র রৌপ্য পদক জয়ী-অর্ন সারার লাদিফ

জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর বিকেএসপি'র ক্রীড়াবিজ্ঞান শাখার মনোবিজ্ঞান ল্যাব পরিদর্শন।

বিকেএসপি এশিয়ান অনুর্ধ্ব-১৪ সিরিজ টেনিস টুর্নামেন্ট-২০১৬ এর রানার আপ ফরহাদ রেজা

সাউদ এশিয়ান এ্যাকুয়াটিক সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০১৬, শ্রীলংকা এ স্বর্ণ পদক জয়ী আরিফুল ইসলাম

স্বর্ণজয়ী আর্চার-৬ষ্ঠ চিলড্রেন গেইম, এশিয়া-২০১৬ রাদিয়া আক্তার শাপলা

স্বর্ণজয়ী আর্চার-৬ষ্ঠ চিলড্রেন গেইম, এশিয়া-২০১৬ রাদিয়া আক্তার শাপলা

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৬ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় যারা অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাদের কল্যাণার্থে "বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেন । ৯ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় । কিন্তু গেজেট প্রকাশের পূর্বেই ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন) প্রণয়নের মাধ্যমে "বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ২০১২ সাল হতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরাতন ভবনের ৪র্থ তলায় এই ফাউন্ডেশন অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে ।

২ । কার্যাবলীঃ

উল্লিখিত আইনের ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী নিম্নরুপঃ

(ক) দুঃস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা, অনুদান প্রদান অথবা মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান;

(খ) দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা, অনুদান প্রদান অথবা মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান;

(গ) ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের জন্য পুরস্কার প্রদান;

(ঘ) ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা, বৃত্তি বা অনুদান প্রদান;

(ঙ) ক্রীড়াসেবীর পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড প্রদান;

(চ) দুঃস্থ, আহত বা অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং পরিবারের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে [সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে] প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(ছ) ক্রীড়াসেবীদের সার্বিক কল্যাণার্থে [সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে] বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(জ) তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে [সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর ও পরিচালনা করা বা বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

(ঝ) সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাধীনে উহার অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য ঋণ সংগ্রহ করা;

(ঞ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চাঁদা, অনুদান ও উপহার গ্রহণ এবং লটারীর ব্যবস্থা করা;

(ট) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঠ) উপরিউক্ত দফাসমূহে উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা ।

৩ । পরিচালনা বোর্ডঃ

আইনের ৬ ধারায় বিধান মতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছেঃ

(ক) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	চেয়ারম্যান
(খ) মাননীয় উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
(গ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	ভাইস চেয়ারম্যান
(ঘ) যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ঙ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(চ) পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ছ) সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(জ) উপ-সচিব ক্রীড়া, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ঝ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনিত নির্বাহী কমিটির সদস্য	-	সদস্য
(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ক্রীড়া ও খেলাধুলায় অনুরাগী তিনজন ব্যক্তি যাদের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হবেন	-	সদস্য
(ট) সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, পদাধিকার বলে	-	সদস্য সচিব

৪। সাংগঠনিক কাঠামোঃ

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনে বর্তমানে নিম্নরূপভাবে ৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব বর্তমানে ফাউন্ডেশনের সচিব এর দায়িত্ব পালন করছেন।
ফাউন্ডেশনের বর্তমানে মোট জনবলের সংখ্যাঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	জনবলের সংখ্যা
ক)	সচিব	১ জন
খ)	নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন
গ)	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১ জন
ঘ)	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১ জন
ঙ)	অফিস সহায়ক	২ জন
	মোটঃ	৬ জন

৫। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্জনসমূহঃ

সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত মোট ৭.২৫ কোটি টাকা তফসিলী ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রক্ষিত আছে যার মুনাফা দিয়ে অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৫১৯ জন আবেদনকারীর মধ্যে ৬০৭ জনকে মোট ৯১.০৫ লক্ষ টাকা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ১২৫০ জন আবেদনকারীর মধ্যে ৬৩০ জনকে মোট ৯৪.৫০ লক্ষ টাকা এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১৩৫০ জন আবেদনকারীর মধ্যে ৬৩৮ জনকে ৯৫.৭০ লক্ষ টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূলধন বৃদ্ধিকল্পে সরকারের রাজস্ব খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং সরকারী/বে-সরকারী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের সিএসআর খাত হতে অনুদান সংগ্রহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফাউন্ডেশনে বিত্তবান

ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত দান আয়করমুক্ত করার প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের জন্য জনবল কাঠামো অনুমোদন ও কর্মচারী প্রবিধানমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক কল্যাণমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে যুগ্ম সচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার